Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাওবা ইস্তেগফার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ সোহেল রানা

রোলঃ ২১৬০১২৩১৬

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইস্তেগফার ও তাওবা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ সোহেল রানা

রোলঃ ২১৬০১২৩১৬

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইস্তেগফার ও তাওবা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ সোহেল রানা, আইডিঃ ২১৬০১২৩১৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**ইস্তেগফার ও তাওবা**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

Sohel Rana

(স্বাক্ষর)

মোঃ সোহেল রানা

আইডিঃ **২১৬০১২৩১৬**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি অতীব দয়ালু, বেশী বেশী তাওবা কবুলকারী, সঠিক পথের দিশাদাতা, গুনাহ মাফকারী এবং ওযর গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব এবং তিনিই রুজিদাতা। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি এবং তাঁর সমস্ত সাহাবার প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম

তওবা অর্থ হলো ফিরে আসা। মানুষ যখন ভুল পথে যায় বা বিপথগামী হয়, তখন সেখান থেকে সঠিক পথে বা ভালো পথে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবার পারিভাষিক অর্থ হলো লজ্জিত হওয়া। অর্থাৎ স্বীয় কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসা। তওবার জন্য করণীয় হলো, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, সেই অপরাধ আর না করার দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প গ্রহণ করা এবং নেক আমলের প্রতি বেশিমাত্রায় মনোযোগী হওয়া। তওবা সম্পর্কে কোরআনে রয়েছে, 'হে ইমানদারেরা, তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো, আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝরনাসমূহ প্রবহমান।' (সুরা-৬৬ তাহরিম, আয়াত: ৮)। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২২২)। '(হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন, (আল্লাহ বলেন) হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের সত্তার প্রতি সীমাহীন জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা-৩৯ জুমার, আয়াত: ৫৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, নিশ্চয় আমি প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করি।’ (মুসলিম)। তিনি আরও বলেন, ‘সকল আদম সন্তানই গুনাহগার, গুনাহগারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তওবাকারী। (তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমি)। তওবার সুফল সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘গুনাহ থেকে তওবাকারী, বেগুনাহ ব্যক্তির মতো। (ইবনে মাজা, বায়হাকি)।

উল্লেখ্য, আল্লাহর হক আল্লাহ ক্ষমা করবেন; কিন্তু বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাই তাওবা ইস্তিগফারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার হক পরিশোধ করা বা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

ইস্তিগফার মানে হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ হলেন ‘গাফির’ ক্ষমাকারী, ‘গফুর’ ক্ষমাশীল, ‘গফফার’ সর্বাধিক ক্ষমাকারী। ইস্তিগফার একটি স্বতন্ত্র ইবাদত; কোনো গুনাহ বা পাপ মাফ করার জন্য এই ইবাদত করা হয় না। যেমন: নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা গুনাহ মাফ হয়; কিন্তু এসব ইবাদত করার জন্য গুনাহ করা শর্ত নয়। তওবা ও ইস্তিগফার আল্লাহ তাআলার অতি পছন্দের একটি ইবাদত। তাই প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার তওবা ও ইস্তিগফার করতেন। অনুরূপ ইমানের পর নামাজ প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও এই নামাজ আদায়ের পর তিনবার ইস্তিগফার পড়া সুন্নত। অর্থাৎ ইস্তিগফার শুধু পাপের পরে নয়, ইবাদতের পরেও করা হয়। যেমন হজের পর ইস্তিগফার করা বিষয়ে কোরআনে উল্লেখ আছে, ‘(হজ শেষে) তারপর তোমরা বেরিয়ে পড়ো, যেভাবে মানুষ চলে যাচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৯৯)।

ইস্তিগফার সম্বন্ধে কোরআনে আছে, ‘তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল।’ (সুরা-৭১ নূহ, আয়াত: ১০)। ‘অতঃপর তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ (সুরা-১১০ নাসর, আয়াত: ৩)। ‘আর আল্লাহ তাআলা আজাব দেবেন না তাদের, আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায়; আর আল্লাহ তাদের আজাব দেবেন না, যখন তারা ইস্তিগফার করে।’ (সুরা-৮ আনফাল, আয়াত: ৩৩)। ইস্তিগফার সম্পর্কে হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে যত মুমিন বান্দার জন্য ইস্তিগফার করবে, সে তাদের সবার সমপরিমাণ নেকি লাভ করবে।’ (সিয়ারে কাবির, তাবরানি)।

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’ *(নূর ২৪/৩১)*।

এক লোক কোনো এক নির্জন মরুভূমিতে যাত্রা করছে, তার সাথে-থাকা বাহনের ওপর তার খাদ্য ও পানীয়। সে (উক্ত মরুভূমিতে বিশ্রামের জন্য) একটু ঘুমাল। ঘুম থেকে জেগে দেখল, তার বাহনটি চলে গিয়েছে। সে তা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তাকে তৃষ্ণা পেয়ে বসল। অতঃপর সে (নিরাশ হয়ে) বলল, আমি যে স্থানে ছিলাম ওখানে ফিরে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করি। ওখানে সে বাহুর ওপর মাথা রেখে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকল। অকস্মাৎ সে জেগে দেখতে পেল, তার বাহন তার নিকটে উপস্থিত এবং এর ওপরে পাথেয় ও খাবার-পানীয় মজুদ।

এ ব্যক্তি তার বাহন ও পাথেয় ফিরে পাওয়ায় যেরূপ খুশি হয়েছে, আল্লাহ মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশি হন।" – (বুখারী)

আলকুরআনের দৃষ্টিতে তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তাআলার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

তাই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন—

وَ الَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ یَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ وَ لَمْ یُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ.

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। —সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৩৫

তাওবা ও ইস্তিগফার নবীদের সুন্নত

নবী-রাসূলগণ নিজেরা যেমন আপন রবের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন, উম্মতকেও তাওবা ও ইস্তিগফার করতে আদেশ করেছেন। তাওবা-ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও নবী-রাসূলগণের তাওবা-ইস্তিগফার ও উম্মতের তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কারণ নবী-রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাঁদেরকে আল্লাহ গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁদের উম্মত তো মা'সূম ও নিষ্পাপ নয়। তাই নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার হয়ে থাকে কেবলমাত্র নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আর উম্মতের তাওবা ও ইস্তিগফার তো কখনো নিজেদের গুনাহের ক্ষমার জন্য, আবার কখনো নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে।

নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার

নবীগণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন। তাদের তাওবা ও ইস্তিগফারের ঘটনা ও ভাষা কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে। আমরা এখানে কুরআন থেকে কয়েকজন নবীর তাওবা ও ইস্তিগফারের বর্ণনা তুলে ধরছি।

হযরত আদম আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুর্ক্ত হয়ে যাব।– সূরা আ'রাফ (০৭) : ২১

হযরত নূহ আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

হে আমার রব! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যালেমদেরকে ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। —সূরা নূহ (৭১) : ২২

হযরত মূসা আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা কাসাস (২৮) : ২৪

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার আলমুযানী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি দিনে একশত বার তাওবা করি। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২

এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের গোটা জীবন আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থেকে জীবন যাপন করেন। তাদের থেকে কখনও সগীরা বা কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়নি। এজন্যই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্ববাদী আকীদা হল, নবী ও রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার উচ্চারিত হওয়ার অর্থ কখনোই এ নয় যে, তারা তাদের গুনাহের জন্য বা নবুওতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করে থাকেন; বরং তারা তো তাওবা ও ইস্তিগফার করেন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বা তাঁদের থেকে অধিক উত্তম কাজের তুলনায় কম উত্তম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

নবীগণ তাদের উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন

হযরত সালেহ আ. কতৃর্ক তাঁর উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষাদান :

وَ اِلٰی ثَمُوۡدَ اَخَاهُمۡ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَیۡرُهٗ ؕ هُوَ اَنۡشَاَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَ اسۡتَعۡمَرَکُمۡ فِیۡهَا فَاسۡتَغۡفِرُوۡهُ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ قَرِیۡبٌ مُّجِیۡبٌ.

আমি ছামুদ জাতির কাছে সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদেরকে তাতে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার রব অতি নিকটে এবং দুআ কবুলকারী। —সূরা হুদ **(১১) : ৬১**

এভাবে সকল নবী উম্মতকে আল্লাহর দরবারে নিজেদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করার আদেশ করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে শিরকের গুনাহ থেকে শুরু করে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই দ্বীন ও শরীয়তে তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া লাভে সাহায্য করে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ.

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা বাকারা (০২) : ১৯৯

তিনি আরও বলেন—

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ.

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়।—সূরা হুদ (১১) : ৯০

তাওবা ও ইস্তিগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। —সূরা আনফাল (০৮) : ৩৩

এমনকি তাওবা-ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জাতির উপর শাস্তি আসার প্রতিশ্রম্নতি দেওয়ার পরও সে শাস্তিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হযরত

ইউনুস আ.-এর কওমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ

কেন কোনো জনপদ(বাসীরা) ঈমান আনয়নকারী হল না? তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত। তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপড় থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। —সূরা ইউনুস (১০) : ৯৮

হযরত ইউনুস আ. তাঁর কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনে ডুবে থাকল। তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার প্রতিশ্রম্নতি শুনিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস আ. যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের উপর তো এখন শাস্তি আসা অবধারিত, তাই তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তারা হযরত ইউনুস আ.কে যখন খুঁজে পেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, এখন তো আমাদের উপর শাস্তি এসেই যাবে। তাই তারা তাওবা-ইস্তিগফার করতে লাগল। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা আর শাস্তি প্রেরণ করলেন না। এভাবে তারা তাওবা ও ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেল।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের পার্থিব নিআমত, শক্তি সামর্থ্য ও যাবতীয় সমৃদ্ধি লাভে সাহায্য করে

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُم اَنْهٰرًا.

আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যান ও নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন। —সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ.

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। তোমাদের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। —সূরা হুদ (১১) : ৫২

এভাবে কুরআন মাজীদ তাওবা ও ইস্তিগফারের অনেক ফায়দা ও উপকারের কথা তুলে ধরেছে। তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা, দয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সব দিক থেকে তাঁর সাহায্য লাভ করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের বিকল্প নেই।তাওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: مَنْ لَزِمَ الاستغفارَ جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخرَجاً، ومن كل هم فرَجاً، ورزقَه من حيث لا يحتسب.

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৮

মোটকথা, তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে একজন মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। এর মাধ্যমে একজন মুমিন লাভ করে উভয় জাহানের সমৃদ্ধি। সর্বোপরি তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ তাআলার নিকটতম বান্দায় পরিণত হয়।আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সগীরা-কবীরা গুনাহসহ সব ধরনের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করেন। এবং আমাদেরকে সব ধরনের গুনাহ থেকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন— আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ

শয়তান আমাদের শত্রু

১. আল্লাহর বাণী:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان

অর্থঃ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।– (সূরা বাকারাহ: ১৬৮)

কাসিম ইবনু ওয়ালিদ হামদানি বলেন,

আমি কাতাদা রহিমাহুল্লাহ-কে আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর নাফরমানিমূলক সকল কাজই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ। নিজেকে সংশোধন করুন 2

২. যদি আপনার সন্তানদের মাঝে কোনো অপছন্দনীয় আচরণ দেখতে পান, তবে জেনে নিন, এ বিষয়টি আপনার দিকেই আঙুল তুলছে। সুতরাং আপনি উত্তম কাজ করুন।– (আদ-দুররুল মানসুর: ১১৬৭, সনদ হাসান)

৩ ছোটো পাপের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন

সাহল ইবনু সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ছোটো পাপ থেকেও সতর্ক থেকো। ছোটো পাপের উদাহরণ হলো একদল মুসাফিরের ন্যায়, যারা কোনো এক উপত্যকায় অবতরণ করে আগুন জ্বালাল। তারা একটা-দুটো করে কাঠের টুকরো জমা করতে করতে এত পরিমাণ কাঠ জমা করে ফেলল যে,

এগুলো দ্বারা তাদের রুটি পাকানো হয়ে গেল। ছোটো পাপও এই ধরনের। পাপীকে ছোটো ছোটো পাপের কারণেও পাকড়াও করা হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে চায়।– (আহমাদ, মুসনাদ: ৫/৩৩১, সহীহ; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর: ৫৮৭২)

৪. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের প্রতিযোগিতায় কোনো অধ্যবসায়ী মুজতাহিদকে অতিক্রম করতে চায়; সে যেন পাপাচার থেকে বিরত থাকে।5

তাওবা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবে

৫. ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ বলেন, আমি উমার ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন তিনি মাসজিদে ছিলেন। আমি তাকে কিছু উপদেশ দিতে লাগলাম, আর তিনি শুনছিলেন। (একপর্যায়ে) তিনি বললেন, হে ইবরাহীম! আমার নিকট পৌঁছেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, হে আমার রব, কীসে আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং তোমার ক্রোধ থেকে মুক্তি দেবে? তিনি বললেন, মুখে ইসতিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা, অন্তর থেকে অনুতপ্ত হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (পাপ কাজ) পরিহার করা।

অনুতপ্ত হওয়া 6

৬. আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি চাই-গুনাহের প্রতি অনুশোচনার মাধ্যমে বান্দা (আল্লাহর কাছে) তাওবা করুক।

হাজ্জাজের মুখে তাওবার বাণী ৭

৭. হাসান বাসরি রহিনাহ্যাল্লাহ বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে একদিন বলতে শুনেছি,তাওবা হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতি আগ্রহ বোধ করে তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা, নিজে সজাগ হওয়া, অপরকে সজাগ করা এবং পাপাচার ও মুনাফিকীকে ঘৃণা করা

আখিরাত ভুলে যাওয়া

৮. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

মন যা চায় সবই করে বেড়াও আবার আশা করো 'বুদ্ধিমান আখ্যায়িত হবেপাপাচার অন্তরকে মেরে ফেলে

৫বায়হাকি: ০৫/৪৬৭, সইফ: আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ০৪/৪৬। ৬ হাফেজ ইসপাহানি, হিলয়াতুল আওলিয়া: ৫/২৫০, সনদ সইফ।

9. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাপ কাজ অন্তরকে মেরে ফেলে এবং অবিরত পাপাচার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের চালিকাশক্তি হলো পাপ কাজ পরিহার করা। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলাটাই তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর। ৮

হে পাপাচারে মত্ত ব্যক্তি!

১০. ইবনুস সাম্মাক রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

হে পাপাচারী! তুমি কি লজ্জা করো না আল্লাহকে? তুমি একাকী থাকলে তিনি থাকেন দ্বিতীয়জন হয়ে। ভুল-ত্রুটি গোপন রেখে তিনি অবকাশ দিয়েছেন তোমায়। এই অবকাশ কি তোমায় বিভ্রান্তির ঘোরে নিয়ে যায়? ৯

১১. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আযদি বলেন, পাপীদের গুনাহ কোনোদিন নিঃশেষ হয় না। তা কবরেও প্রবেশ করে। যখনই মানুষ দয়ালু, মহিয়ান ও প্রেমময়ের অবাধ্য হয়, তখনই তাদের উচিত অঝোরে কান্নাকাটি করা। তিনি তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি যখনই চান, অঙ্গীকার পূরণ করেন।

সন্তানহারা মায়েরও পেরেশানি একদিন শেষ হয়; কিন্তু আমাদের পেরেশানি দেখছি দিন-দিন নতুন হয়। কীভাবেই-বা শেষ হবে তাদের পেরেশানি, যারা আল্লাহর সাথে বারবার ওয়াদা করেও, ওয়াদা ভঙ্গ করেছে।

হায় দুর্ভাগ্য! সেদিন আমি কী বলব? যেদিন আল্লাহ আমার বিরুদ্ধে তাঁর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবেন! আল্লাহ সেদিন বলবেন, তুমি যা যা আমল করেছ এবং সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমার আমলনামা থেকে তা পড়ো। সৃষ্টির অগোচরে তুমি যা যা করেছ, তুমি আমার কাছ থেকে তা গোপন করতে পারোনি। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছ, আমি নিজেই তার সাক্ষী।

৮ ইবনু আবদিল যার, বাহজাতুল মামালিস: ৩/ ৩৩৪, সনদ হাসান। ৯ সনদ সইফ।

আমার নিয়ামাতরাজি পেয়ে তুমি আমার নাফরমানি করেছ। তুমি মানুষকে ভয় করেছ অথচ আমার কর্তৃত্বকে ভয় করোনি।

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি আল্লাহর উপদেশ

১২. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি এ মর্মে ওহি নাযিল করেছেন যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে তিনি কোনো পাপের কারণে তোমাকে পাকড়াও করবেন না।তোমার পাপের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। (আর যদি তা না করো) তবে তুমি যখন তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তখন তোমার পক্ষে কোনো দলিল থাকবে না।– (ইসরাইলি রেওয়াত, সনদ দইফ) **১০**

ফারাযদাকের প্রতি আবু হুরায়রা-এর অসিয়ত

১৩. আশআস রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যখন জেলে প্রবেশ করলাম, দেখি- ফারাযদাক ওখানে কবিতা রচনা করছেন। তিনি বললেন, আমি আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হে ফারাযদাক! আমি তোমাকে ছোটো পা-বিশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তুমি তোমার পা-দ্বয়ের জন্য হাউযে কাওসারের নিকট কোনো স্থান খোঁজ করো। আমি তাকে বললাম, আমি তো এই এই পাপ করেছি। তিনি বললেন, বান্দা যা কিছুই করুক না কেন, পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করা হবে। **১১**

গুনাহের প্রতি মুমিন ও মুনাফিকের দৃষ্টিভঙ্গি

১৪. হারিস ইবনু সুওয়াইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলেন। তখন আমি তার সেবার জন্য গেলাম। তিনি আমার কাছে দুটি কথা বর্ণনা করেন। একটি তার নিজের কথা, আরেকটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস।

তিনি বললেন, মুমিন বান্দা তার পাপকে পাহাড়ের মতো দেখতে পায়। যেন সে পাহাড়ের নিচেই দাঁড়িয়ে আছে এবং ভয় পাচ্ছে: যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড়টি তার ওপর ধসে পড়বে। পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপরাশিকে নাকে-বসা মাছির মতো মনে করে। যেন মাছি উড়ে এসে তার নাকে বসার সাথে সাথেই, সে (হাত দিয়ে) তা তাড়িয়ে দিল। (অর্থাৎ পাপকে সে তুচ্ছ মনে করে। ১২

১১ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৯/২৯৮, সহীহ।

১২ইসনানটি সহীহ।

১৫. এরপর তিনি বলেন

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, এক লোক কোনো এক নির্জন মরুভূমিতে যাত্রা করেছে, সাথে আছে তার বাহন আর এর ওপর রয়েছে খাবার ও পানীয়। সে (মাঝপথে) একটু ঘুনাল। ঘুম থেকে জেগে দেখল, তার বাহনটি কোথায় যেন চলে গিয়েছে। সে তা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তাকে তৃষা পেয়ে বসল।

অতঃপর সে (নিরাশ হয়ে) বলল, আমি যে স্থানে ছিলাম ওখানে ফিরে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করি।

ওখানে সে বাহুর ওপর মাথা রেখে (শুয়ে শুয়ে) মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকল। হঠাৎ সে জেগে দেখতে পেল, তার বাহন তার কাছে ফিরে এসেছে। এবং ওর ওপরে পাথেয় ও খাবার-পানীয় যা ছিল, সব মজুদ আছে।

এ ব্যক্তি তার বাহন ও পাথেয় ফিরে পাওয়ায় যেরূপ খুশি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশি হন।শি

আল্লাহর রহমতের মহত্ব ১৩

১৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক বেগানা মহিলাকে চুম্বন করল। অতঃপর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে এসে এর কাফফারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়:

وأقم الصلاةَ طَرَ فِي النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنْ اللَّيْلِ

"তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথমাংশে

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতের বিধানটি কি শুধু আমার জন্যই প্রযোজ্য?

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তিই এমন কাজ করবে (তাদের সবার জন্যেই এটি প্রযোজ্য)

সর্বপ্রথম যে মুসলিমের হাত কর্তন করা হয় ১৫

সর্বপ্রথম যে মুসলিমের হাত কর্তন করা হয়

১৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুসলিম-জাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির (হাত) কাটা হয়, তিনি ছিলেন একজন আনসারি সাহাবি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তাকে উপস্থিত করা হলো এবং তাঁকে ১৫

১০ বুখারি, আস-সহীহ: ৬৩০৮।

১৪সূত্র খুদ: ১১৪।

১৫ বুখারি, আস-সহীহ: ৫২৬, মুসলিম, আস-সহীহ: ২৭৬৩।

জানানো হলো, ওই আনসারি চুরি করেছে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের সাথিকে নিয়ে গিয়ে তার (হাত) কেটে দাও।

তখন বিষণ্ণতায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা ধূসর বর্ণ ধারণ করল। উপস্থিতদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! এই ঘটনা যেন আপনার কাছে পীড়াদায়ক মনে হলো! নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যদি শয়তানের চরে পরিণত হও, তা হলে আমার কী করার আছে? শাসকের নিকট কোনো বিষয়ের হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকরের জন্য উপস্থাপিত করা হলে, সে যেন তা কায়িম করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা ভালোবাসেন।

তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আর তারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।-

রবের সাথে বান্দার বিতর্ক

১৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ(ْ

আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব

এই আয়াতের আলোচনায় আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি এমন ভাবে হেসে উঠলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হেসে উঠলাম? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী জন্য হেসে উঠলেন?

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রবের সাথে বান্দার বিতর্কে রহমান হেসে উঠেছেন, তাই।

১৬ সূরা নূর: ২২

১৭ আহমাদ, আল-মূলনাথ: ১/৪৩৮; আবদুর রাযযাক, আল-মুলনাম: ১৩৫১৯।

১৮ সূরা ইয়াসিন: ৬৫

বান্দা বলবে: হে আমার প্রতিপালক। তুমি কি আমাকে জুলম থেকে নাজাত দাওনি?
আল্লাহ বলবেন: অবশ্যই, হে আমার বান্দা
বান্দা বলবে: আহ। আমার পক্ষে আজ কোনো সাক্ষী নেই।
আল্লাহ বলবেন: আজ তোমার সাক্ষী হিসেবে তুমি নিজে এবং সম্মানিত সংরক্ষক ফেরেশতারাই যথেষ্ট।
অতঃপর আল্লাহ তার জবান বন্ধ করে দিবেন। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা বলো। তখন তারা তার কার্যবিবরণী পেশ করবে। অতঃপর সে বাকশক্তি ফিরে পাবে। সে (তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) বলবে, দূর হা তোদের জন্যই তো আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতাম।

সহজ মৃত্যু

১৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছেন-পাপের পাল্লা হালকা রেখো, তোমার মৃত্যু সহজ হবে। ঋণ কম কোরো, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। ক্ষমা লাভের উপায় ২০

২০. আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত সম্পর্কে জানি, যদি কোনো বান্দা পাপ করার পর ওই আয়াত দুটো পাঠ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।
বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, কোন দুটি আয়াত?
তিনি আমাদের (নির্দিষ্ট করে) বললেন না। আমরা মুসহাফ খুলে সূরা বাকারাহ পাঠ করলাম, সেখানে পেলাম না। এরপর সূরা নিসা পাঠ করতে করতে এই আয়াতে পৌঁছালাম:

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর
১৯ মুসলিম, আস-সহীহ: ২৯২৯।
২০ বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান: ০৪/৪০৪, পইল; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ০২/৩৭০
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
আমি বললাম, এটাকেই (একটি আয়াত হিসাবে) গ্রহণ করব। তারপর সূরা আল ইমরানের এই আয়াতে পৌঁছলাম:
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
"আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না।"
এরপর মুসহাফ বন্ধ করলাম। পরবর্তী কালে আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই আয়াতগুলোই সেই দুই আয়াত। ২০

আলাইহিআদম স সালাম-এর তাওবা

২১. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে (দুআ-সংক্রান্ত) যে বাক্যাবলি পেয়ে তাওবা করেছিলেন তা হলো- 'আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি; হে আল্লাহ। আমি অন্যায় করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি উত্তম ক্ষমাকারী।

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমি বদকাজ করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমার ওপর রহম করুন। আপনি উত্তম রহমতকারী।

আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ। আমি বদকাজ করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

সবচেয়ে উত্তম আমল

২২. হাযাম বলেন, আমরা মাসজিদে প্রবেশ করছিলাম। এমন সময় ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরি জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ আজ যা নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করছে তার

২১ সূরা নিসা: ১১০/

আল ইমরান: ১৩৫।

২০ তাব্যবানি, আল-মু'আমুল কাবীর: ১০৩৫; হায়নানি, মাজমাউয যাওয়াইন: ৭/১১. সনদ সহীহ। ২৪সনদ দইফ

মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কী? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, কোনো পাপ থেকে তাওবা করা অথবা আন্তরিকতার সাথে কল্যাণকামনা করা। ৬

বান্দার অন্তরে সিল লাগিয়ে দেওয়া হয়

২৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, সিলমোহর আরশের খুঁটির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যদি কেউ শ্লীলতাহানি করে কিংবা আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা দেখায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা সিলমোহরকে প্রেরণ করেন। সিলমোহর ওই ব্যক্তির অন্তরে সিল লাগিয়ে দেয়। এর ফলে সে কোনোকিছুই অনুধাবন করতে পারে না।

পাপাচারী অন্তরে মোহর লাগার কারণ ২৬

২৪. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অন্তর মরিচাযুক্ত হওয়া মোহর লাগার চেয়ে কম ক্ষতিকর। মোহর লাগা তালাবদ্ধ হওয়ার তুলনায় কম মারাত্মক। কিন্তু তালাবদ্ধ হওয়া সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।২৭

২৫. আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (প্রতিদানের ভিত্তিতে) আমল ছয় প্রকার:

• একগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল

• দ্বিগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল

• দশগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল

• সাত শগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল

(জান্নাত) নিশ্চিতকারী আমল

• (জাহান্নাম) নিশ্চিতকারী আমল

বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কীভাবে হবে?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমলের উদাহরণ-কোনো ব্যক্তি সৎআমল করার সংকল্প করল কিন্তু তা সম্পাদন করল না, তা হলে সে একগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

২৫ সনদ হাসান।

২৯] বায়হাকি, শু'আবুল ইমান: ৫/৪৪৪।

২৭সুহূতি, আদ-দুররুল মানসুর: ৬/৩২৬, সহীহ।

(দ্বিগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমলের উদাহরণ:) কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করার ইচ্ছাপোষণ করল, তা বাস্তবে রূপ দিল না। (এ জন্যে) ওই ব্যক্তির ওপর কোনো গোনাহ লেখা হবে না। (অর্থাৎ একগুণ সাওয়াব হলো গুনাহ না লেখা, আরেকগুণ হলো খারাপ ইচ্ছা থেকে বিরত থাকার পুরস্কার।)

(দশগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমলের উদাহরণ:) কোনো ব্যক্তি যদি সৎআমলের ইচ্ছাপোষণ পর তা সম্পাদন করে, তবে তার আমলের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি লাভ করে।
(সাত শগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমলের উদাহরণ:) কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে এর প্রতিদান সাত শ গুণ বৃদ্ধি পায়।
কিছু আমলের মাধ্যমে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর কিছু আমলের দ্বারা জাহান্নাম অবধারিত হয়।। ২৮

তাওবাকারীর সাওয়াব

২৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ সৎআমলের সংকল্প করলে তার আমলনামায় ওই কাজ সম্পাদনের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যদি সে তা সম্পাদন করে, তা হলে দশ থেকে সাত শগুণ বরং এর চেয়েও অনেক অনেকগুণ বেশি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ করার সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করে, তা হলে তার আমলনামায় (পাপের বিপরীতে) সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।
আর যদি সংকল্পকৃত মন্দকাজ বাস্তবায়ন করে, তা হলে কেবল একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হয়; অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (কিন্তু) ইবাদাত বর্জন করে যে ব্যক্তি অনবরত পাপ কাজ করে যাবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।২৯
২৭. আবু উসমান নাহদি বলেন, আমি আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাওয়াব কি সৎআমল বৃদ্ধিপায়?
তিনি বললেন, (এই কথা শুনে) তুমি কি অবাক হলে? আল্লাহর কসম! আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎআমলকে বিশ লক্ষগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন।।
২৮হায়সানি মাজমাউয যাওয়াইন: ৯/৩৮৭ ২৯বুখারি, আস-সহীহ ৬৪৯১; মুসলিম, আস-সহীহ: ১৩১। [৩০] আহবাস, মুসনাদ: ০২/২৯৩, সনদ হাসান।

পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ

২৮. ওয়াহহাব ইবনু মুনাকবাহ বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, ছেলে আমার! যারা আমাল ছাড়াই পরকালীন কল্যাণ চায় এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশায় তাওবা করতে বিলম্ব করে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না।৩১
লুকমান আলাইহিস সালাম-এর উপদেশ

২৯. উসমান ইবনু যায়িদা বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বলেন, ছেলে আমার! তাওবা করতে দেরি কোরো না। কেননা মৃত্যু তো হঠাৎ করেই এসে পড়ে।

৩০. জনৈক শাইখ বলেন,
দ্বিপ্রহরের সূর্যের তেজই তো সইতে পারো না,
অথচ জাহান্নাম ভুলে তুমি গোনাহে লিপ্ত হও! তুমি যেন কোনোদিনই তোমার কোনো বন্ধুকে দাফন করোনি কিংবা মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত থাকোনি।
চারটি কবীরা গুনাহ
৩১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে বড়ো পাপ হলো:
(ক) আল্লাহর সাথে শিরক করা
(খ) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া
(গ) আল্লাহর কৌশল থেকে আশঙ্কামুক্ত হওয়া
(ঘ) আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে হতাশ হওয়া।**
পাপের প্রকারভেদ ৩৩
৩২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, পাপ চার প্রকারে বিভক্ত। তার মধ্যে দুই প্রকার পাপ মার্জনীয় এবং দুই প্রকার অমার্জনীয়।
৩১সনদ দইফ।
৩৩আবদুর রাযযাক, আল-মুসনাদ। ১৯৭০১; তাবায়ানি, আল-মুজামুল কাবীর: ৮৭৮৩; সনদ সহীহ।

মার্জনীয় পাপ:

১) কেউ যদি ভুলবশত গোনাহ করে ফেলে, তা হলে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
"আর তোমরা যা ভুলে করবে সে বিষয়ে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই।।
২) কোনো ব্যক্তি পাপ কাজ করল। এরপর পাপের ভয়াবহতা জেনে ওই ব্যক্তি তাওবা করল এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল। আল্লাহ তাআলা এই ধরনের পাপীকে

উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি কুরআন মাজীদে বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مُّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي من تم تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. هَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين)

"যারা কোন পাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহসমূহের ক্ষমাকারী কেই বা আছে এবং তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন এক জান্নাত যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তার স্থায়ী অধিবাসী এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম!"] ৩৫

অমার্জনীয় পাপ দুই প্রকার:

১) যে ব্যক্তি পাপের ভয়াবহতা জেনেও অবিরত পাপ করতে থাকে এবং আল্লাহর নিকট তাওবা করে না। আর তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবা কবুল করেন না। এবং পাপী ব্যক্তি যদি পাপের মার্জনা না চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তা মাফ করেন না।

২) এমন ব্যক্তি-যার সামনে তার পাপাচারকে সুশোভিত করা হয়েছে। ফলে সে তার মন্দ কাজকেও সুন্দররূপে দেখতে পায়। উম্মাহর অধিকাংশ লোক এই কারণে ধ্বংস হয়।

৩৪ সূরা আহযাব: ০০। [৩৫] সূরা আল ইমরান: ১৩৫-১৩৬।

লজ্জাশীল হও

শ্যাজা এখনও খোলা ১৯

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, যখন তুমি নির্জনে পাপকাজে মত্ত হও, তখন আরশের মালিক মহিয়ান প্রজ্ঞাবানকে লজ্জা করো। তুমি তো ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার ইলাহকে হেয়প্রতিপন্ন করছ এবং জনসাধারণকে ফাঁকি দিচ্ছ।

৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান তাইমি আবৃত্তি করেন, মানুষ অবিরত মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকে, সে টেরও পায় না, মৃত্যু তো রয়েছে অপলক চোখে তাকিয়ে। মৃত্যু চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছে জাল, হায়াৎ ফুরালে সে বিলম্ব করে না কাল।

৩৫. ইবরাহীম ইবনু দাউদ আবৃত্তি করে বলেন,

আমরা কি লক্ষ করি না যে, প্রবৃত্তির তাড়না নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আমাদের ঘাড়ে কেবল পাপ থেকে যায়। যে তাওবা করে সেও নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে না, তার অবস্থা কতই-না ভয়াবহ।

৩৬. মিসকীন ইবনু উবাইদ বর্ণনা করেন, আমি মুকরিম আযদিকে বলতে শুনেছি, তিনি জাযীরা আধিবাসীদের একজন গোলাম ছিলেন। তিনি বলতেন, কোনো পাপ কাজের সংকল্প করার কারণে যে পরিমাণ গোনাহ হয়, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য- পাপ কাজটি সম্পূর্ণরূপে বর্জন এবং তাওবা করাই যথেষ্ট।

৩৭. বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে ইলমুল ইনাবাহ বা প্রত্যাবর্তনবিদ্যা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, (আল-ইনাবাহ হলো) কৃত-পাপের জন্য অন্তরে (আল্লাহর শাস্তির) ভয় রাখা।

কিয়ামাত-দিবসে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর অবস্থা

৩৮. উবাইদ ইবনু উমাইর বলেন, কিয়ামাতের দিন দাউদ আলাইহিস সালামও আশঙ্কামুক্ত থাকবেন না। তিনি বলতে থাকবেন, (হায়) আমার পাপ! আমার পাপ! তার বিষয়ে বলা হবে, তাঁকে নিকটবর্তী করো। তিনি আশঙ্কামুক্ত মনে করেন, এমন স্থান পর্যন্ত নিকটবর্তী হবেন।

[৩৬] সুদ্দি, আল-সুররুল মানসুর: ৫/ ৩০৬, গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত ইসরাঈলি বিওয়ায়েত।

অথচ তার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَأُلْقَى وَحُسْنَ مَآب

"আর অবশ্যই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। "

মূসা আলাইহিস সালাম-এর জিজ্ঞাসা

৩৯. কা'ব আহবার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবি মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, হে প্রতিপালক! আমি যাকে হত্যা করেছি সে যেন কিয়ামাত-দিবসে আমায় দেখতে না পায়।

প্রতিপালক বললেন, হে মুসা! আমি কি তোমায় ক্ষমা করিনি?

মূসা বললেন, জি, কিন্তু আমি আপনার যে ন্যায়বিচার লক্ষ করছি, এতে আমার অন্তরে কিয়ামাত-দিবসের ভয় জেঁকে বসছে।

প্রতিপালক বললেন, ভয় পেয়ো না। (তুমি যাকে হত্যা করেছ), সে তোমায় দেখতে পাবে না। ৩৬

৪০. আবু জাফর বলেন, আমি ইউনুসকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি তো কদর বা ভাগ্য নিয়ে তর্ককারীদের সাথে ওঠাবসা করেছেন। তদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তারা যদি কৃত-পাপের ব্যাপারে সজাগ হতো, তবে তো কদর নিয়ে তর্ক করত না। ৩৯

কিয়ামাত-দিবসের প্রতিফল

৪১. হাযমের ভাই সুহাইল বলেন, ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে হাজ্জাজকে গালিগালাজ করছে। ইবনু সিরীন তাকে বললেন, ওই লোক, চুপ করো। যদি তুমি আখিরাতকে গুরুত্ব দিতে, তা হলে কোনো এককালে- কৃত তোমার ছোটো পাপকেই হাজ্জাজের বড়ো পাপ অপেক্ষা মারাত্মক মনে করতে। জেনে রাখো, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ বিচারক। যারা হাজ্জাজের জুলুমের শিকার হয়েছে তাদের পক্ষ নিয়ে তিনি যদি হাজ্জাজকে পাকড়াও করেন; তা হলে যারা হাজ্জাজের

৩৭সূরা সোয়াদ: ২৫

৩৮ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ইসরাঈলি রিওয়ায়েত।

৩৯ আবূ নুআইম, হিসইয়াতুল আওলিয়া: ৩/২১, সনস দইফ।

ওপর জুলম করছে, তাদেরকেও তিনি পাকড়াও করবেন। সুতরাং গালিগালাজ করে নিজেকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না।**

অবাধ্যচারীরা মৃত

৪২. মাসরুক ইবনু সুফইয়ান বলেন, আল্লাহ তাআলা মূসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালাম-এর নিকট এ মর্মে ওহি নাযিল করেছেন যে, সর্বপ্রথম ইবলিসই মারা গেছে।

এটা এভাবে যে, সে-ই সর্বপ্রথম আমার অবাধ্য হয়েছে। আর যে আমার অবাধ্য হয়, আমি তাকে মৃত হিসেবে গণ্য করি। ৪১

ছোটো পাপের উদাহরণ

৪৩. সাহল ইবনু সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছোটো পাপ থেকে সতর্ক থাকো। ছোটো পাপের উদাহরণ হলো, একদল মুসাফিরের ন্যায়; যারা কোনো এক উপত্যকায় অবতরণ করে আগুন জ্বালাল। তারা একটা-দুটো করে কাঠের টুকরো জমা করতে করতে এত পরিমাণ কাঠ জমা করল যে, এগুলোর দ্বারা রুটি পাকিয়ে নিতে সক্ষম হলো। ছোটো পাপও এ ধরনের। ছোটো পাপের কারণে পাপীকে পাকড়াও করা হলে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ৪২

আল্লাহর নিকট তাওবাকারীর মর্যাদা

৪৪. বকর ইবনু আবুল্লাহ মুযানি বর্ণনা করেন, জনৈক কসাই তার প্রতিবেশী এক যুবতীকে খুব ভালোবাসত। একদিন মেয়েটিকে তার পরিবার কোনো এক প্রয়োজনে পাশের গ্রামে পাঠাল। ওই কসাই পিছু পিছু গিয়ে মেয়েটিকে ব্যভিচারের প্রলোভন দিতে থাকল। যুবতী বলল, না। আপনি আমাকে যতটুকু ভালোবসেন, আমি আপনাকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আমি আল্লাহকে ভয় করি। কসাই বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, অথচ আমি তাকে ভয় করি না! এই বলে সে ফিরে এসে তাওবা করল। এরপর তার তৃষ্ণায় গলা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। যেন সে এখনই মারা যাবে। হঠাৎ তার মনে হলো, সে বানী ইসরাঈলের কোনো এক নবির পাশে রয়েছে। নবি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি তৃষ্ণার্ত। নবি তাকে বললেন, এসো আমরা গ্রামে পৌঁছার জন্য আল্লাহর নিকট মেঘের ছায়া লাভের

আবু নুআইন, হিপইয়াতুল আওলিয়া। ২/২৭১, সনদ দইফ।

৪২তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর। ৫৮৭২: বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান। ৭২৬৭, হাদীস সহীহ।

উদ্দেশ্যে দুআ করি। সে বলল, দুআ করার মতো আমার কোনো আমল নেই। নবি বললেন, আমি দুআ করছি। তুমি আমার সাথে আমীন বলো।

নবি দুআ করলেন এবং সে আমীন-আমীন বলল। তারা গ্রামে পৌঁছা পর্যন্ত এক- টুকরো মেঘ তাদের ছায়া দিল।

এরপর যখন কসাই তার বাড়ির দিকে পথ ধরল, মেঘ টুকরোও তার দিকে ফিরে গেল।

নবি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দাবি করলে যে, তোমার কোনো আমল নেই। আমি দুআ করলাম, তুমি আমীন-আমীন বললে। (ফলে) আমরা মেঘমালার ছায়া লাভ করলাম। এরপর মেঘখণ্ড তোমাকে অনুসরণ করল! সুতরাং অবশ্যই তোমার আমল আছে, সে সম্পর্কে বলো। কসাই তার তাওবা সম্পর্কে বলল। নবি বললেন, তাওবাকারী আল্লাহর নিকট এমন (প্রিয়) অবস্থানে থাকে, যে স্থানে আর কেউ উপনীত হতে পারে না। ৪৩

প্রত্যাশা-সংবলিত আয়াত

৪৫. আবূ ইউসুফ সাইবাল হাজ্জাজ ইবনু আবূ যায়নাব বলেন, আমি আবু উসমান নাহদিকে বলতে শুনেছি, আমার মতে এই আয়াতের চেয়ে অধিক প্রত্যাশাপূর্ণ আর কোনো আয়াত নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَلَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم

"এবং অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪৪

অহমিকা থেকে সতর্ক থাকা

৪৬. আহমাদ ইবনু হারিস ইবনুল মুবারাক থেকে বর্ণিত, তিনি কুরাইশ-বংশীয় জনৈক বৃদ্ধকে বলতে শুনেছেন, জনৈক প্রাজ্ঞব্যক্তি তার বন্ধুর নিকট লিখে পাঠান- "তাওবার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি মেলে। একমাত্র আল্লাহই গুনাহ মার্জনাকারী। একমাত্র তাঁরই গুণকীর্তন করো, তবেই তিনি তোমাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক [৪৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/২৩০। [৪৪] সূরা আত-তাওবা: ১০২।

প্রদান করবেন। আত্ম-অহংকার থেকে সতর্ক থাকবে; আমি তোমার ব্যাপারে এরই বেশি আশঙ্কা করছি। আত্মগর্বী মানুষ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়; অথচ আল্লাহই কৃতজ্ঞতার প্রকৃত হকদার।

পাপের কুৎসিত রূপ

৪৭. ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেন, যদি তুমি তাওবার আয়নায় অপলক তাকিয়ে থাকো, তা হলে তোমার পাপের কুৎসিত রূপ দেখতে পাবে।শিশ

৪৮. মুহাম্মাদ বলেন, হে ভাই! তুমি তোমার আমলকে নিজের সামনে তুলে ধরো। অতঃপর বিবেকের দ্বারা এর ভালো-মন্দের দিকগুলো পর্যালোচনা করো। এর দ্বারা খারাপ আমল পরিহার করার ইচ্ছে তৈরি হবে। জেনে রাখো, তোমার রবের কাছে কোনও বিষয় যতটা মন্দ, তোমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার মানদণ্ডে তা ততটা মন্দ মনে হবে না। সুতরাং তাঁর নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন পরিপূর্ণভাবে তোমায় ক্ষমা করে দেন এবং তোমার (পাপরাশি) গোপন রাখেন।

গুনাহ থেকে ফিরে আসা

৪৯. আবূ রাফি থেকে বর্ণিত, কোনো বান্দা অবিরাম (আল্লাহর) অবাধ্য হতে থাকলে তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং গাফিলদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার দৃষ্টান্ত হলো, গুনাহে অটল থেকে আল্লাহর ক্ষম্য প্রত্যাশা করা।

সবচেয়ে মারাত্মক রোগ ৪৭

৫০. হাসান ইবনু সাঈদ বলেন, যুহাইর বাবিকে বলতে শুনেছি, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তুমি এতদিন কেমন ছিলে? তিনি বললেন, সুস্থ। যুহাইর বললেন, তুমি যদি পাপ থেকে নিরাপদ থাকো, তা হলে তুমি সুস্থ ছিলে। পাপের চেয়ে মারাত্মক কোনো রোগ নেই। ৪৮

আত্মমর্যাদা প্রদান

৫১. যায়দ ইবনু আসলাম বলেন, দুটি বৈশিষ্ট্য এমন আছে, কেউ যদি তোমাকে

৪৫সনদ দইফ।

৪৬ আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/২৬।

৪৭সনদ দইফ।

৫৮ গ্রহণযোগ্য সনদ।

বলে এ দুটি ছাড়াও মর্যাদা-সম্মান লাভ করা যায়, তা হলে তুমি তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করো। সে দুটি বৈশিষ্ট্য হলো:

(ক) আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে সম্মানিত করা। ৪৯

৫২. ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর বলেন, আল্লাহর প্রতি বান্দাদের আনুগত্যই তাদের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করে এবং অবাধ্যতাই সবচেয়ে বেশি অপদস্থ করে। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি তোমার শত্রুকে আল্লাহর অবাধ্য হতে দেখবে এবং বন্ধুকে আল্লাহর অনুগত দেখবে। **) ৫০

সত্যিকারের আল্লাহভীরু

৫৩. আল্লাহর বাণী:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য থাকবে দুটি জান্নাত।" এর ব্যাখ্যায় ইবরাহীম এবং মুজাহিদ রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, সে হলো ওই ব্যক্তি-যে কিনা পাপ কাজের সংকল্প করার পরপরই, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবার কথা স্মরণ করে পাপ কাজ বর্জন করে। ৫২

বান্দার চেহারায় পাপের ছাপ

৫৪. খাত্তাব আবীদ বলেন, বান্দা যদি নির্জনেও পাপ করে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই অবগত নয়, তবুও তার বন্ধু-বান্ধবের নিকট এলে তার চেহারায় ওই পাপের ছাপ প্রকাশ পায়।৫৩

৪৯ সনদ দইফ।

৫০ সনদ দইফ।

৫১সূরা রহমান: ৪৬

৫২ সুযুতি, আদ-দুররুল মানসুর। ৬/১৪৬, সনদ সহীহ।

৫৩ আবু নুআইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া। ১০/১৪৪।

ছিল এমন-হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নাফরমানির লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দাও এবং তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মানিত করো।

মুসা এবং খিযির আলাইহিমাস সালাম-এর সাক্ষাৎ

৫৬. আবু আবদুল্লাহ বলেন, খিযির আলাইহিস সালাম-এর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের সময় মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। খিযির আলাইহিস সালাম বললেন, হে ইমরান-তনয়! পরোপকারী হোন, প্রফুল্ল থাকুন। রাগ করবেন না, একগুঁয়েমি করবেন না, অপ্রয়োজনীয় কাজ করবেন না। কোনো ব্যক্তিকে তার ভুলের কারণে তিরস্কার করবেন না। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করবেন।* ৫৫

কর্মের মাধ্যমে তাওবা

৫৭. আলি ইবনু হুসাইন বলেন, প্রকৃত তাওবা হলো, আমলের মাধ্যমে তাওবা করা এবং তাওবাকৃত বিষয় থেকে ফিরে আসা। (শুধু) মুখে মুখে তাওবা করার নাম তাওবা নয়।৫৬

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রার্থনা

৫৮. উসমান ইবনু আবীল আতিকা বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম বলতেন, সুবহানাল্লাহ! হে আমার ইলাহ! আমার অপরাধের কথা স্মরণ হলে, প্রশস্ত পৃথিবীও সংকুচিত হয়ে যায়। আর তোমার রহমতের কথা স্মরণ হলে, যেন প্রাণ ফিরে পাই।
সুবহানাল্লাহ। ইয়া আমার ইলাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে যতজন চিকিৎসক আছে, তাদের নিকট আমার অপরাধের চিকিৎসার জন্য গেলাম। তারা সবাই আমাকে তোমার শরণাপন্ন হতে বলল।

সুবহানাল্লাহ। হে আমার ইলাহ। অপরাধীকে তুমি যদি ক্ষমা না করো, তবে তার জন্য আযাব অবধারিত, ধ্বংস তার জন্য নির্ধারিত।

আমি গুনাহে অভ্যস্ত ৫৭

৫৯. আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

৫৪আবু নুমাইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া। ৮/৩১-৩২।

৫২ইবনু কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া: ৩৫৬।

৫৯ সনদ দইক।

৫৭ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ইসরাইলি রিওয়ায়েত।

আমি সবচেয়ে বড়ো পাপী। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ইসতিগফার করো। সে বলল, আমি ইসতিগফার করি এরপর আবার সেই কাজ করে ফেলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পুনরায় পাপ করলে আবার

তাওবা করবে। সে বলল, তাওবা করি এরপর আবার সেই পাপ করে বসি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি পুনরায় সেই পাপ করে ফেলো, তা হলে তিনবার, চারবার পর্যন্ত ইসতিগফার করতে থাকো। এমনকি শয়তান ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইসতিগফার করতে থাকো।৫৮।

পাপে অনড় থাকার পরিণাম

৬০. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, পাপের ওপর অনড় থাকাই সবচেয়ে বড়ো পাপ। পক্ষান্তরে যে পাপ থেকে তাওবা করা হয়, তা বড়ো পাপ নয়।৫৭
আমাকে উপদেশ দিন

৬১. বাশার ইবনু রূহ মাহলাবি শাসক হিসেবে আসকালানে আগমন করলেন। এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে (বিদ্বান) কে আছেন? তাকে বলা হলো, হাফস ইবনু মাইসারাহ। তিনি তার নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমায় উপদেশ প্রদান করুন। হাফস ইবনু মাইসারাহ বললেন, আপনি ভবিষ্যৎ-জীবনকে সংশোধ আপনার অতীতকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে মন্দ কাজ করলে বিগত দিনগুলোর পাপের জন্যও পাকড়াও করা হবে।।।৬০

আল্লাহর অধিকার

৬২. তালক ইবনু হাবিব বলেন, বান্দার সামর্থ্যের চেয়ে আল্লাহর হক বা অধিকার অনেক বেশি। বান্দার প্রতি আল্লাহর নিয়ামাত এত অধিক যে, কোনো বান্দা তা গণনা করতে সক্ষম নয়। তোমরা সকাল এবং সন্ধ্যা তাওবার মাধ্যমে কাটাও

ধোঁকা থেকে সাবধান

৬৩. ইবনু আওন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমলের আধিক্যের কারণে নিজেকে নিরাপদ

[৫৮] বায়হাকি, শুমাবুল ঈমান: ৫/৪০৯; ইবনু জাদী, আল-কামিল। ০২/২৩, সনদ দইফ।

৫৯সুযুতি, আদ-দুররুল মানসুর: ২/৭৮, সনদ দইফ।

তাহযীবুল কামাল: ১/৩০৮।

৬০ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহন: ৩০২; আবু সুমাইন, বিলইয়াতুল আওলিয়া: ৩/৬৫, সনদ হাসান।

মনে কোরো না। তুমি তো জানো না, তোমার আমল কবুল হবে কি না। পাপের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো না। এর কারণ হলো তুমি অবগত নও যে, তোমার পাপ মার্জনা করা হয়েছে কি না। তোমার আমল পুরোপুরিই অদৃশ্য। তুমি মোটেই জানো না-আল্লাহ তোমার আমলকে ইল্লীনে রাখেন নাকি সিজ্জীনে।

গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা

৬৪. ফুযাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার নিকট যা ছোটো পাপ, (হতে পারে) আল্লাহর নিকট তা অনেক বড়ো। আর তোমার নিকট যা বড়ো পাপ, (হতে পারে) আল্লাহর নিকট তা ছোটো।

৬৫. ইবরাহীম ইবনু রজা বলেন, আমি ইবনুস সাম্মাককে বলতে শুনেছি, মানুষ তিন প্রকার,

১ম শ্রেণী: দৃঢ়তার সাথে তাওবা করে এবং মন্দ কাজে আর কখনও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে রাখে না। এ শ্রেণীর (মানুষ) সর্বশ্রেষ্ঠ।

২য় শ্রেণী: গুনাহ করে (এরপর অনুতপ্ত হয়) আবার গুনাহ করে (পেরেশান হয়) তারপর আবার গুনাহ করে এবং কাঁদতে থাকে। এই শ্রেণীর জন্য ভীতি এবং আশা উভয়ই রয়েছে।

৩য় শ্রেণী: গুনাহ করে কিন্তু অনুতপ্ত হয় না। গুনাহ করে কিন্তু এর জন্য বেদনা অনুভব করে না। গুনাহ করে কিন্তু কৃত-অপরাধের জন্য কান্নাকাটি করে না। এরা হলো জান্নাতের পথ থেকে ফিরে জাহান্নামের-পথে-ধাবিত বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী।৬২

নিজের জন্য বিলাপ

৬৬. হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান বলেন, আমি নিজের জন্য বিলাপ করছি, কান্নাকাটি করছি, পাপরাশির বোঝা বইতে বইতে আমার পিঠ ভারাক্রান্ত। হায়! এর আনন্দ কত অল্প সময়ই-না ছিল! অথচ এর দুঃখ-কষ্ট নিরন্তর রয়ে গেল! আমার ওযর-আপত্তির কোনো অবকাশ থাকল না।

সৎসঙ্গ

৬৭. হাকাম ইবনু সিনান বলেন, মালিক ইবনু দিনার বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি সৎ-বান্দাদের সংশোধন করে দিয়েছ; সুতরাং আমাদেরও সংশোধন করে দাও, যাতে আমরাও সৎ হতে পারি।৬৩

৬২আৰু নুসাইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/২০৮।

পাপের কথা স্মরণ হলে

৬৮. আহমাদ আবীল হাওযারি বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানিকে বলতে শুনেছি, পাপের কথা স্মরণ হলে আমি মৃত্যু থেকে বাঁচার আশা করি। যেন তাওবা করার আগ পর্যন্ত আমি বাঁচতে পারি। ৩)

এই ব্যক্তির মতো ক্রন্দন করুন

৬৯. ইবরাহীম ইবনুল হুসাইন বলেন, আমি বাড়ির বাগানে ছিলাম এমতাবস্থায়
জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ফিরে আসুন, গুনাহগার ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও নেককার বান্দা যে সাওয়াব অর্জন করেছে, তা আর পাওয়া যাবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, তার এই কথাটি আমি দীনার রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট বললে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন উক্ত ব্যক্তির মতো ক্রন্দন করা উচিত।

হাজি ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন

৭০. আবু হাতিম বলেন, হাসানকে বলা হলো, লোকজন বলে, হাজ্জপালনকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

তিনি বললেন, ক্ষমার নিদর্শন হলো-হাজ্জপালনকারী আগে যে-সকল পাপ কাজ করতেন সেগুলো পরিহার করবেন।

পাপাচার প্রকাশ পেয়ে যাবে

৭১. আলি ইবনু ফুযাইল বলেন, আফসোস! কিয়ামাতের দিনটি অন্য দিনের মতো নয়। সেদিন সব পাপাচার প্রকাশ পেয়ে যাবে।।৬৫

কাবীরা গুনাহ

৭২. ইমাম আউযাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, গোনাহকে তুচ্ছ মনে করাটাও মস্তবড়ো গোনাহ। ৬৬

৬৩ আবু নুআইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/৩৮০, সনদ সইফ।

৬৪আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২৬৪।

৬৫আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/২৯৯, সনদ হাসান।
৬৬সুযুতি, আদ-দুররুল মানসুর। ২/১৪৮, সনদ সহীহ।

ইউনুস রহিমাহুল্লাহ-এর ইসতিগফার

৭৩. আবদুল মালিক ইবনু মুসা বলেন, আমি ইউনুস রহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করতে কাউকে দেখিনি।।।

গোপন পাপের জন্য তাওবা

৭৪. আবু উসমান আবৃত্তি করে বলেন, আল্লাহ তোমার যে পাপরাশি গোপন রেখেছেন, সেগুলোর কথা ভুলে যেয়ো না। কৃত-পাপের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। গোপন পাপকে ভয় করো এবং আল্লাহর নিকট শঙ্কার পাশাপাশি ক্ষমার আশা রাখো। আশা করা যায়, তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি অসংখ্য পাপ কাজ করেছ কিন্তু আল্লাহ সেগুলো গোপন রেখেছেন। তুমি তোমার ভিতরটাকে ঢেকে রেখে বাহ্যিক দিককে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছ। অথচ যে ব্যক্তি তার ভিতরটাকে পরিশুদ্ধ করে তার বাহ্যিক দিক এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

তুমি আমল করো। তোমাকে তোমার আমল অনুপাতেই প্রতিদান দেওয়া হবে। আর তুমি যে আমলই করো না কেন, আল্লাহ তা উত্তমরূপে জানেন। তুমি যা গোপন রাখতে চাও-সেটা যতই আড়াল করে রাখো না কেন প্রকাশ হয়ে যাবে।

ওই জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম আর কী হতে পারে, যে সৌন্দর্যের প্রশংসা আল্লাহ নিজেই করেন! সততা সবচেয়ে সম্মানজনক পাথেয়, আর তাকওয়া হলো আভিজাত্য এবং কল্যাণের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

লজ্জাবোধ গুনাহ থেকে হেফাযত করে

৭৫. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমার (গোনাহগুলো) ঢেকে রেখেছেন। নতুবা, তোমার যে স্বল্প লজ্জাবোধ, তাতে তুমি গোনাহের মধ্যেই ডুবে থাকতে। **]৬৮

দুনিয়া ও আখিরাত

৭৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইসফাহানি তার কতিপয় বন্ধুর নিকট লিখেন-দুনিয়া আল্লাহর হেফাজতের স্থান কিংবা ধ্বংসের স্থান। আর আখিরাত হলো আল্লাহর ক্ষমার জায়গা নতুবা জাহান্নাম।তাই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা হয় হেফাজত করবেন নতুবা ধ্বংস করবেন। আর আখিরাতে হয় ক্ষমা করবেন নতুবা জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।৬৯

৬৭ আবু মুমাইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ০৩/২০। [৬৮] সনদ হাসান।

মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর পর্দা

৭৭. আবূ রাফি' বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুমিনের জন্য কয়টি পর্দা?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার গণনার চেয়ে বেশি। তবে মুমিন বান্দা যখন একটা পাপ করে, তখন একটা পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সে যখন তাওবা করে, তখন ওই পর্দা-সহ আরও নয়টি পর্দা ফিরে পায়।

যদি সে পাপ করে তাওবা না করে, তা হলে একটি পর্দা ছিঁড়ে। এভাবে পাপের দ্বারা একটা একটা করে পর্দা ছিঁড়তে থাকে। একপর্যায়ে যখন সকল পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন-নিশ্চয়ই আদম-সন্তান অপরাধ করে কিন্তু আদম-সন্তানের পরিবর্তে আর কাউকে তো আনা হবে না। তোমরা তোমাদের পাখা দ্বারা তাকে আচ্ছাদন করে রাখো। (ফেরেশতারা তাকে আচ্ছাদিত করে)। অতঃপর সে যদি তাওবা করে, তা হলে তার পূর্বের সকল পর্দা ফিরে আসে। আর যদি তাওবা না করে, ফেরেশতারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তাঁদের নির্দেশ দেন, তোমরা তাকে সমর্পণ করো। ফেরেশতাগণ তাকে ছেড়ে দেয়। ফলে (ত্রুটি প্রকাশ পেতে পেতে) ওই ব্যক্তির কোনো ত্রুটিই আর গোপন থাকে না।

আল্লাহ যখন কাউকে লাঞ্ছিত করতে চান

৭৮. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, মানুষ আল্লাহর আশ্রয়ে তাদের কাজকর্ম করে থাকে। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে লাঞ্ছিত করতে চান, তখন তিনি তাকে তাঁর আশ্রয় থেকে বের করে দেন। ফলে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

যে বান্দাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন না

৭৯. মআবু ইদরীস খাওলানি বলেন, যে বান্দার মধ্যে শস্যদানা পরিমাণও কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ তার ত্রুটি প্রকাশ করেন না।

৬৯ সনদ হাসান।

৭০] সুযুতি, আদ-দুররুল মানসুর: ০৫/৪৪, সনদ দইফ।

৭১ সনদ দইফ।

৭২ সুহূতি, আদ-দুররুল মানসুর: ০১৭৯, সনদ দইফ।

দুই শ্রেণীর ব্যক্তি উত্তম

৮০. মায়মুন ইবনু মিহবান বলেন, দুনিয়াতে দুই শ্রেণীর মানুষ কল্যাণের অধিকারী:

১. তাওবাকারী

২. মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমলকারী।৭৩

সংআমলের প্রতিদান

৮১. আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রত্যেক সংআমলকে দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।৭৪

৮২. আবদুল কাইস বলেন, পাপকাজ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখে, (পাপের কারণে অন্তর) আল্লাহর স্মরণে তৃপ্ত হয় না।

কীভাবে ইসতিগফার করবেন?

৮৩. আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমার নিকট যে ব্যক্তিই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি তাদের প্রত্যেককেই এ মর্মে কসম করতে বলেছি যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তবে কেবলমাত্র আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া। তার নিকট থেকে কসম ছাড়াই গ্রহণের কারণ হলো, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো

বান্দা যদি কোনো গুনাহ করে ফেলে, পরক্ষণেই পাপের কথা স্মরণ করে দাঁড়িয়ে যায় এবং ওযু করে নেয়। এরপর দুই রাকআত সালাত আদায় করে ওই পাপ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এক বেদুইনের তাওবা

حم - تنزيل الكتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"হা-মীম। মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। "

আকস্মিকভাবে ধূসর-বর্ণের-খচ্চরে-আরোহী ইয়ামানী-চাদর-পরিহিত একজন ব্যক্তি পেছন থেকে এল। সে বলল, যখন বলবে: غير الألب বা গুনাহ ক্ষমাকারী, তখন বলো, হে গুনাহ ক্ষমাকারী! আমার গুনাহ ক্ষমা করো। যখন বলবে: شبيد العقاب বা কঠিন শাস্তিদাতা, তখন বলো, হে কঠিন শাস্তিদাতা! আমাকে শাস্তি দিয়ো না। যখন বলবে : ذى القول প্রাচুর্যবান, তখন বলো, হে প্রাচুর্যবান। আমাকে তোমার রহমতের প্রচুর্য দান করো।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ওখান থেকে বের হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়ামানী-চাদর-পরিহিত কাউকে যেতে দেখেছেন কি? সবাই বলল, তারা কাউকে যেতে দেখেনি। তারা মনে করলেন, তিনি ইলইয়াস আলাইহিস সালামই হবেন।'৭৭

গুনাহে অনড় থাকার পরিণাম

৮৫. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, গুনাহ থেকে তাওবাকারী হলো এমন ব্যক্তির মতো-যার কোনো পাপ নেই। যে ব্যক্তি গুনাহের ওপর অটল থাকা অবস্থায় ইসতিগফার করে, সে যেন তার রবের সাথে উপহাসকারী। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেয়, তার ওপর এত এত গুনাহ আরোপিত হয়। (এ কথা বলে তিনি একটা পরিমাণ উল্লেখ করলেন।('৭৮৭

হে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ব্যক্তি!

৮৬, মানসুর ইবনু আম্মার বলেন, তুমি মনে করছ না যে, তুমি গুনাহে লিপ্ত হয়েছ। অথচ তুমি গোনাহের মধ্যেই আছ।

৭৬ সূরা গাফির: ১-৩।

৭৭ সুমৃতি, আদ-দুররুল মানসুর: ৫/ ৩৪৫, সনদ দইফ। [৭৮] বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান: ২/৩৭৩, সনদ দইফ।।

৮৭. হুসাইন ইবনু আবদুর রাহমান আবৃত্তি করেন,

হে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ব্যক্তি। মৃত্যু ও মৃত্যু-যন্ত্রণাকে স্মরণ করো। স্মরণ করো আকস্মিক মৃত্যু এবং কোনো মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা। যদি তুমি মৃত্যুতে বিশ্বাসী হও এবং এর সময় সম্পর্কে না জেনে থাকো, তা হলে কীভাবে তুমি ধারণা করছ যে, সম্ভবত মৃত্যু এই নির্দিষ্ট সময় পরে উপস্থিত হবে? কত মানুষ প্রাচুর্যের মধ্যে নিরাপদে সকাল যাপন করে। অথচ সন্ধ্যাবেলায় তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়।

হায়াত শেষ হতে থাকে

৮৮. হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান আবৃত্তি করেন,

দিন-দিন মানুষের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় অথচ হায়াতের পুঁজি নিঃশেষ হতে থাকে। সে ইতোমধ্যে বেজে-ওঠা মৃত্যুঘণ্টার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।

সে আল্লাহর নিকট তাওবা করার সংকল্প করে না এবং পাথেয় সংগ্রহ করে না। আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে ভর্ৎসনা করেন, যাদের লক্ষ্য হলো- দুনিয়ার খড়কুটোর মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিঃশেষিত হওয়া।

৮৯. হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান আমার নিকট আবৃত্তি করেন,

মানুষের ব্যস্ততা দিন-দিন বৃদ্ধি পায়,

অথচ তার হায়াত কমতে থাকে।

অতীতের দিনগুলোতে ধ্বংস বারবার তার দুয়ারে কড়া নেড়েছে, অথচ সে আল্লাহর নিকট তাওবার নিয়ত করেনি, পাথেয়ও সংগ্রহ করেনি। আল্লাহ তাআলা অনেক সম্প্রদায়কে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেন, ফলে তারা দুনিয়া থেকে খড়কুটোর মতো নিঃশেষ হয়ে যায়।

তোমার ফায়সালা আমাকে ঘিরে রেখেছে

১০. সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, আমি একবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলাম; আমার পাশে ছিল একজন বেদুইন। সে নীরব ছিল। তার তাওয়াফ সমাপ্ত হলে সে

মাকামে (ইবরাহীমের) নিকটে গিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করল। অতঃপর সে বায়তুল্লাহ'র সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আমার ইলাহ। আমর চেয়ে অধিক গাফিল

সে বায়তুল্লাহ'র সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আমার ইলাহ। আমর চেয়ে অধিক গাফিল কেউ নেই। আপনি আমাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান কেউ নেই। আমি কোনো কাজ শুরু করার আগেই, সে বিষয়ে আপনি অবগত থাকেন। আপনার ফায়সালা তো আমাকে ঘিরে রেখেছে। আপনার অনুমতি পেয়েই আমি আপানার আনুগত্য করতে পেরেছি। সমস্ত অনুগ্রহ আপনারই। আমি আপনার অবাধ্যতা করেছি, তাও আপনার জ্ঞাতসারে। (আমার অপরাধের) প্রমাণ আপনার কাছে রয়েছে।

আমার বিপক্ষে আপনার অকাট্য দলিল, আমার অন্যায়ের অযৌক্তিকতা, আপনার প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতা ও আমার প্রতি আপনার অমুখাপেক্ষিতা-(এ চাবের দোহায় দিয়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।) আপনি ছাড়া কোনো ক্ষমাকারী নেই।

সুফইয়ান বলেন, আমি তার কথা শুনে এত খুশি হলাম যে, ইতঃপূর্বে কখনও এত খুশি হয়েছি কি না, জানি না।

রোগের কুরআনী চিকিৎসা

১১. সালাম ইবনু মিসকীন বলেন, আমি কাতাদাকে বলতে শুনেছি, কুরআন তোমাদের রোগ এবং প্রতিষেধক উভয় সম্পর্কেই বলে দেয়। তোমাদের রোগ হলো তোমাদের গুনাহ এবং এর প্রতিযেধক হলো ইসতিগফার করা। ১৮০১

মানুষ এবং শয়তানের সংঘাত

৯২. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শয়তান আদম-সন্তানের অন্তরে তার 'থাবা' রাখে। এরপর যদি বান্দা আল্লাহর যিকর করে, তা হলে তা অপসারিত হয়। আর যদি বান্দা আল্লাহকে ভুলে যায়, তা হলে শয়তান তার অন্তরকে গ্রাস করে নেয়।(৮৯

শয়তানের গতিপথ

১৩. খালিদ ইবনু মা'দান বলেন, শয়তান প্রত্যেকের মেরুদণ্ডের মাঝে চলাচল করে। তার গলা মানুষের কাঁধ পেঁচিয়ে ধরে থাকে এবং মানুষের অন্তরের ওপর সে মুখ হা করে রাখে।

[৭৯] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৭/৩০৪

[৮০] আবু নুআইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া। ২/১০৮। [৮১] বায়হাকি, আল-জানি লি শুমাবিল ঈমান: ১/৪০২; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব। ২/২৫৮।

প্রবৃত্তিপূজার কারণ

১৪. আমার নিকট পৌঁছেছে যে, জনৈক বাদশাহ একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বললেন, আশ্চর্য! আল্লাহ ও তাঁর বড়োত্ব জেনেও কীভাবে মানুষ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে? এবং কীভাবে হারামের পর্দা ছিন্ন করে?

প্রাজ ব্যক্তি বললেন, সতর্কতা উপেক্ষা করার মাধ্যমে, প্রত্যাশার সীমারেখা বৃদ্ধি করার কারণে এবং সম্ভবত (এটা হবে), হয়তো কিংবা অচিরেই ইত্যাদি মনোভাবের কারণে। বাদশাহ বললেন, তা হলে প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার কী উপায়? প্রবৃত্তি তো সব দুর্বল শরীরে ভর করেছে। তা ছাড়া শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই প্রবৃত্তি বাসা বেঁধেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, প্রবৃত্তি হলো চিন্তার ফসল। প্রত্যেক চিন্তার সাথে সাথেই একটি করে শিক্ষা রয়েছে। আর প্রত্যেক প্রবৃত্তির তাড়নার সাথেই একজন সতর্ককারী
রয়েছে।

যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উক্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে (প্রবৃত্তিপূজা থেকে) বিরত থাকে, তার গর্দান থেকে অবাধ্যতার রশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যক্তি যখন ধৈর্য সহকারে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রতিদান কামনা করে এবং অবাধ্যতার শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়, তখন সে প্রবৃত্তিপূজার ওপর নিজেকে প্রাধান্য দেয়। এভাবেই তার মন্দ চিন্তা ভেস্তে যায়।

আত্মভোলা

১৫. ফুযাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি 'তাঁর' নিকট জান্নাত চাও অথচ তাঁর অপছন্দনীয় কাজ করো। আমি তোমার চেয়ে আত্মভোলা কাউকে দেখিনি। সবচেয়ে উপকারী লজ্জা

১৬.

জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন প্রকার লজ্জা সবচেয়ে উপকারী? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত, অথচ তাঁর কাছে তোমার পছন্দের বস্তু প্রার্থনা করছ। এ বিষয়ে লজ্জা করা (সবচেয়ে উপকারী)। খি

অবাধ্যতার বিনিময়ে আনুগত্যকে বিক্রি

১৭.

ইবরাহীম ইবনু আমর বলেন জনৈক বিদ্বান বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির মাঝে

লজ্জা পেয়ে তার কাছে প্রার্থনা ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং তার অপছন্দনীয় কাজ ছেড়ে দেওয়া। (অনুবাদক) দিন কাটায় এবং অবাধ্যতার বিনিময়ে তার আনুগত্যকে বিক্রি করে দেয়, সে যেন আল্লাহর শাস্তির মাঝে পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যমে তার (জীবনে) প্রাপ্ত নিয়ামাতগুলোর বিনিময় দিয়ে দিল।

তারপরও অবাধ্যতা!

১৮. আবদুল্লাহ ইবনু সা'লাবাহ বলেন, আল্লাহ তাঁর পাহারাদার দ্বারা তোমাকে রক্ষা করেন। তুমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতায় সকাল কাটিয়ে দাও, তবুও তিনি তাঁর প্রহরীদের সন্ধ্যায় তোমার কাছে পাঠান। তোমার আমল যেমনই হোক না কেন তাদের প্রতিবন্ধক হয় না। (সুবহাবনাল্লাহ!)

আল্লাহ অবকাশ দিয়েছেন

৯৯. ইবনুস সাম্মাক বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি তোমাদের অবকাশ দেন। আর তোমরা ভাবো যে, তিনি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

পাপ সম্পর্কে পাপীর অবগতি

১০০. মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম বলেন, জাফর ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি কীভাবে ওযর পেশ করব? আমার বিরুদ্ধ তো দলিল রয়েছে। আমি কীভাবে স্বপক্ষে দলিল পেশ করব? আমি তো জানি, আমি কী করেছি।৮৩

ওযর পেশ করার উপায় নেই

১০১. জাফর ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ-এর পিতা মধ্যরাতে ফরিয়াদ করতেন, (হে মাবুদ!) আপনি আমাকে যা যা আদেশ দিয়েছেন; আমি তা পালন করিনি। আপনি ধমক দিয়েছেন, আমি বিরত হইনি। এই যে আপনার বান্দা আপনার সামনে উপস্থিত। ওযর পেশ করার কোনো ভাষা আমার জানা নেই।

যাবুরের প্রথম বাণী

১০২. সালিম ইবনু মিসকীন বলেন, আমি জনৈক খ্রিষ্টানকে জিজ্ঞাসা করলাম, যাবুবের প্রথম বাণী কী? সে বলল, ওই বান্দার জন্য সুসংবাদ-যে গুনাহগারদের পথ অবলম্বন করেনি এবং উপহাসকারী ও অপরাধীদের বন্ধু বানায়নি।

[৮৩] আবু নাঈম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ০৩/ ১৯৪; মূল বইয়ের কিছু শব্দ মুছে গেছে; সনদ মুনকাতি। [৮৪] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া। ৩/১৮৬, সনদ যইফ।

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। (অনুবাদক)

সালিম বলেন, আমি মালিক ইবনু দীনারের নিকট (এই বাণী) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। ৮৬

তাওবা করো

১০৩. মালিক ইবনু দীনার বলেন, আমি হিকমাহ'র আলোচনায় পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ রাজাধিরাজ, সকল রাজা-বাদশাহর অন্তর আমার হাতে। যে আমার আনুগত্য করবে, আমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করব। আর যে আমার অবাধ্য হবে, আমি তার ওপর শাস্তি নাযিল করব। সুতরাং শাসকদের (অত্যাচারের) কারণে তোমরা নিজেদের গালিগালাজ না করে আমার নিকট তাওবা করো। আমি শাসকদেরকে তোমাদের প্রতি নমনীয় করে দেব। ৮৭

সকাল পর্যন্ত ক্রন্দন

১০৪. জনৈক আনসারি দাসী বলেন, একজন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন:

ِأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَات

"যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কী মনে করেছে?

তিনি সারা রাত এ আয়াতটি পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন এবং রুকু-সাজদা করছিলেন। সকাল পর্যন্ত তিনি এভাবে আমল করতে থাকেন। শ্রুতি আছে, তিনি ছিলেন একজন আনসার সাহাবি। ৮৯

মুহাম্মাদ ইবনু সাওকাহর বিশুদ্ধ তাওবা

১০৫. হুসাইন আল জু'ফী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু সাওকাহকে বেশি বেশি বলতে শুনতাম, আমি সেই আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। আমি তার নিকট ব।

৮৬আবু মুআইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/৩৮০।

৮৭]আৰু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/৩৭৭-৩৭৮, সনদ সহীহ।

৮৮সূরা আসিয়াহ: ২১৪

৮৯ ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ: ১৪: আহমাদ, কিতাবুয যুহদ: ১৮২।

১০বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত।

বিশুদ্ধ তাওবার তাওফীক প্রার্থনা করছি

১০৬. হুসাইন আল জু'ফী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাওকাহ বলতেন, 'হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমাদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে কিংবা আমরা যাদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করি, আপনি আমাদের এবং তার সুধারণাকে বাস্তব রূপদান করুন। **৯১**

জালিম ও মজলুম

১০৭. আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, হাযম ইবনু হাযম বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা যার ওপর জুলুম করেছি, আপনি তাকে এ জুলুমের বদলায় উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন। আর যে ব্যক্তি আমাদের ওপর জুলুম করেছে, আমাদেরকে ওই জুলুমের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাকে এ পাপ থেকে নিষ্কৃতি দিন ৯২

জুলুম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া

১০৮. রাবিআ আদাবিয়্যা বলতেন, হে আল্লাহ! যে আমার ওপর জুলুম করেছে, আমি তাকে আপনার নিকট অর্পণ করেছি। সুতরাং আমি যার ওপর জুলুম করেছি, আমাকে তার থেকে ক্ষমার ব্যবস্থা করে দিন।

১০৯. আমার (একজন উস্তাদ) বলেছেন, জনৈক ইবাদাতগুজার ব্যক্তি বছরে মাত্র একদিনই মানুষের সাথে কথা বলতেন। একবার ওই দিনে একব্যক্তি তাকে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গুনাহ করেছ?

সে বলল, জি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তোমার এই গুনাহকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?

সে বলল, জি।

তিনি বললেন, তা হলে তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করতে থাকো যতক্ষণ না-জানতে পারো যে, আল্লাহ তোমার আমলনামা থেকে এই গুনাহ মুছে দিয়েছেন।

৯১সনদ সহীহ। ৯২সনদ সহীহ।

গুনাহকে তুচ্ছ মনে করাও গুনাহ

১১০. ইবনু কুনাসাহ আবৃত্তি করেন, ব্যক্তির জন্য সৎকাজের মূলনীতি হিসেবে এ কথাটুকুই যথেষ্ট যে, সৎব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করা আর গুনাহকে তুচ্ছ মনে করাকে সমান মনে করে।

মানুষ কীভাবে গুনাহের ওপর অটল থাকে, যে কিনা গুনাহের শাস্তি ভোগ করতে অপারগ? সে এমন সব পাপ করেছে, যা জাহান্নামকে অবধারিত করে। তারপরও সে দুনিয়ার চাকচিক্য গ্রহণ করে দুনিয়াবী খেলতামাশায় মত্ত থেকেছে।

চুলের চেয়েও লঘু

১১১. আবু সাঈদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা অনেক কাজকেই চুলের চেয়েও হালকা মনে করো। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানায় সেগুলোকে আমরা ধংসাত্মক মনে করতাম।।।৯৩

১১২. উবাদাহ ইবনু কুরস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা এমন অনেক পাপ কাজ করো, যা তোমাদের কাছে চুলের চেয়েও অধিক হালকা মনে হয়। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এগুলোকে ধংসাত্মক পাপ বলে গণ্য করতাম।

কুফরি পর্যায়ের কোনো পাপ আছে কী?

১১৩. আবূ যুবাইর বলেন, আমি জাবির রদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি কোনো পাপকে কুফরি মনে করতেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।৯৪

কল্যাণকামনা করো

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা কাউকে কোনো পাপ কাজ করতে দেখলে তার বিরুদ্ধে বদদুআ কোরো না এবং তাকে গালি দিয়ো না। বরং আল্লাহর নিকট দুআ করবে, যেন তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং তার তাওবা কবুল করেন। আমরা যদি কোনো ব্যক্তির কল্যাণকর কাজের দ্বারা জীবনের সমাপ্তি দেখতাম,

তা হলে তার জন্য (পুরস্কারের) আশা করতাম; আর যদি খারাপ মাধ্যমে সমাপ্তি দেখতাম, তা হলে তার ব্যাপারে আমাদের (আযাবের) আশঙ্ক হতো

১৩আহমাদ, আল-মুসনান: ০৫/৭৯, সনদ সহীহ। [১৪] সনদ হাসান।

শয়তানকে সাহায্য কোরো না

১১৫. সাবিত বুনইয়ানি বর্ণনা করেন, (গভর্নর) উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ জনৈক চোরের হাত কাটলেন। তখন জনগণ চোরের বিরুদ্ধে বদদুআ করছিল। (এমন সময়) আবূ বারযাহ আসলামি এবং আয়িদ ইবনু আমর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে (বদদুআ করে) শয়তানকে সাহায্য করো না। তোমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, (কারণ) তিনি তোমাদের সুস্থ রেখেছেন। ৯৫

১১৬. সাফওয়ান ইবনু সালিম বলেন, যদি কোনো চোরের হাত কর্তন করা হয় (আর সে চুরির কারণে তাওবা করে), তবে ওই হাতটাকে সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর যদি তাওবা না করে, তা হলে আগুন তাকে পাকড়াও করবে। ৯৬

পাপের কথা স্মরণ

১১৭. মালিক ইয়াসারি থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছেন- কৃত-অপরাধের স্মরণে যার অন্তর প্রকম্পিত হয়, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করে। ফলে তার পাপকে আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দেন। ৯৭

ক্ষমা পাবার আশা

১১৮. হুসাইন ইবনু আবদির রহমান বলেন, সাঈদ ইবনু ওয়াহহাব পায়ে হেঁটে হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পথে অনেক কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হন। তিনি তখন আবৃত্তি করেন:

আমার পদযুগল একের-পর-এক বালির টিলা অতিক্রম করেছে এবং পুরাতন কূপে লবণাক্ত পানি খুঁজেছে।

হে পদযুগল! কতদিন তুমি হেঁটেছ কুসুমাস্তীর্ণ পথে এবং উর্বর উপত্যকায়।

কতদিন তুমি শুনেছ গৃহপালিত হরিণের ন্যায় বীণার সুরলিত সুর। তোমরা সেই প্রাপ্তিসমূহকে এই কষ্টের বিনিময় মনে করো। আর আমি! আমি তো হাঁটছি, কারণ আমি পাপী।

আশা করি, (এ ওসিলায়) আল্লাহ আমার পাপরাশি ক্ষমা করবেন।

১৫সনদ হাসান।

৯৬এখানে মূল বইয়ের কিছু অংশ মুমে গেছে গেছে।
১৭ সনদ দইফ।

সূর্যের তাপ কিয়ামাতের কথা মনে করিয়ে দেয়

১১৯. ইয়াকূব ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, বসরার জনৈক ব্যক্তি ইহরাম করলে ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন না। একবার তিনি ইহরামরত অবস্থায় ছিলেন। সূর্যের তাপ তাকে দগ্ধ করছিল। তাকে ছায়ায় আসার অনুরোধ করলে তিনি আবৃত্তি করলেন:
আমার ত্যাগ-তিতিক্ষার সবটুকু শুধু তাঁরই তরে উদ্দেশ্য-যেন সেই কিয়ামাতে একটু ছায়া মিলে যেদিন বলবে সবাই হায়! হায়! যদি ফিরতে পারতাম পুনরায় কাটাতাম সে জীবন দুনিয়া-বিমুখ কামনা করতাম না মোটেও পার্থিব কোনো সুখ। হায় আফসোস! যদি সেথায় আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়! হায় দুর্ভাগ্য! যদি সেদিন নিষ্ফল হয়ে যাই।

বান্দা কখন পাপের বলয় থেকে মুক্তি পায়

১২০. দাইলাম ইবনু গাযওয়ান বলেন, আমি ফারকাদ সাবাখিকে বলতে শুনেছি, যদি সাত বছর কোনো ব্যক্তি পাপ থেকে বিরত থাকে তা হলে (সাধারণত) সে ওই পাপ কাজে কখনও ফিরে যায় না।
১২১. জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সবচেয়ে বড়ো ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তি কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি গুনাহকে সবচেয়ে বেশি তুচ্ছ করে দেখে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমাদের কীসের জন্য কাঁদা উচিত? তিনি বললেন, পাপ- কাজে-হারিয়ে-যাওয়া সময়গুলোর জন্য। জিজ্ঞাসা করা হলো, কীসের জন্য আমাদের আফসোস করা উচিত? তিনি বলেন, অবহেলায়-কাটানো-সময়ের জন্যে।
গুনাহের কারণ ৯৮
১২২. জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গুনাহের কারণ কী?
তিনি বললেন, চিন্তার কারণে। যদি তুমি নিজের চিন্তাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে এনে সংশোধন করে নাও, তবে সেটা (ওখানেই) শেষ হয়ে গেল। নয়তো সেখান থেকে ১৮
আবু নুন্দাইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৩/৪৬।
(খারাপ) চিন্তার উদ্রেক হবে। যদি তুমি (খারাপ) চিন্তাকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বিশুদ্ধ করো, তা হলে সেটা শেষ হয়ে যাবে। নয়তো কুমন্ত্রণা চিন্তার সাথে মিলে

কুপ্রবৃত্তি তৈরি করবে। আর এ ধাপ পর্যন্ত সবকিছুই অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। কোনোকিছুই বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না।

কিন্তু এরপরও যদি কুপ্রবৃত্তিকে সংশোধন না করো, তা হলে সেখান থেকে (মন্দ) কামনা তৈরি হবে। যদি কামনাকেও দমন না করো, তা হলে (পাপ) কর্ম সংঘটিত হবে।

ইয়াওমুস-সাবত

১২৩. হাসান (র.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত, তিনি ইয়াওমুস সাবৃত্ত-এর বিধান-লঙ্ঘনকারীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: '(বিধান লঙ্ঘন করার ব্যাপারে) তারা একবার অগ্রসর হয়ে আরেকবার পিছু হটতে লাগল। আমার সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি-যে-ব্যক্তি গোনাহের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে, শেষমেশ তাকে ওই গোনাহের ফাঁদে পড়তে হয়েছে। একপর্যায়ে তারা (ইয়াওমুস সাস্ত-এর বিধান লঙ্ঘন করে) মাছ ধরে খেল। পরিণতিতে এদের পাকড়াও করা হলো। শপথ আল্লাহর! কোনও জনগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত যত খাবার খেয়েছে, পরিণতির দিক দিয়ে এদের খাবার ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট-এ খাবার তাদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় অপদস্থ করেছে, আর আখিরাতেও করেছে কঠিনতর শাস্তির মুখোমুখি।'

পাপের জল্পনা-কল্পনা

১২৪. সালিম ইবনু আবীল জা'দ বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম বানী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা দাবি করেছ যে, মূসা আলাইহিস সালাম তোমাদের ব্যভিচার করতে নিষেধ করেছেন। তোমরা সত্যই বলেছ। আমিও তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের আরও বলছি যে, পাপ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার উদাহরণ হলো-ঘরে আবদ্ধ ধোঁয়ার ন্যায়। ধোঁয়া যদিও ঘরকে জ্বালিয়ে দেয় না, কিন্তু ধোঁয়ার দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং ধোঁয়া ঘরের চেহারা পরিবর্তন করে দেয়। গোনাহের কল্পনার আরও উদাহরণ হলো-কাঠের-টুকরোতে-থাকা ছিদ্রের মতো; তা (কাঠকে) পুরোপুরি ভেঙে না ফেললেও ত্রুটিযুক্ত এবং দুর্বল করে দেয়।

পাপের কল্পনা ক্ষমাযোগ্য

১২৫. আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের মনের জল্পনা-কল্পনাকে মাফ করে

দিয়েছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (সেই পাপ সংঘঠিত) না করে, কিংবা মুখে না বলে।

প্রতিটা কাজের তথ্য সংরক্ষিত ১২৬....১০০ আমার নিকট আবৃত্তি করেন: হে অমনোযোগী! সর্তক হও। তোমার ছোটো বড়ো প্রতিটা কাজের তথ্য সংরক্ষিত। প্রতিদিন চিৎকার করে করে তোমায় সতর্ক করা হয়। অথচ উদাসীনতা তোমাকে পরিণতি ভুলিয়ে রেখেছে।

তুমি মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো; সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমার ভাই ও নিকটাত্মীয়রা নিজ মৃত্যুর মাধ্যমে তোমায় সতর্ক করছে। অথচ তুমি ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে আমোদপ্রমোদে আছ, যেন কোনো পাপই করোনি। কত পাপ তুমি দু-চোখে দেখে দেখে করেছ, এবং সে পাপে তোমার চোখ জুড়িয়েছ।

তুমি সতর্ক থাকো, যেন পাপের সময় তোমাকে কেউ না দেখে, অথচ সর্বদ্রষ্টা তোমাকে সেখানেও দেখছেন। তুমি কত বিরাট বিরাট অন্যায়ের চেষ্টা করেছ। কিন্তু আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ তোমাকে নিবৃত্ত করেছে। কত (নিকৃষ্ট) স্থানে তুমি গিয়েছ, যদি সেখানে মারা যেতে তা হলে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে। সেখানে তুমি মন্দ এবং অপছন্দনীয় সবকিছু থেকে নিরাপদ থেকেছ। নিয়ামাতে-আচ্ছাদিত- অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছ। আল্লাহর কত নিয়ামাতে পরিবেষ্টিত হয়ে সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়েছ; অথচ সেগুল কত বড়ো নিয়ামাত, চিনতে পারোনি।

যিকরের প্রকার

১২৭. বিলাল ইবনু সা'দ বলেন, যিকর দুই প্রকার:

ক) মুখে আল্লাহর যিকর করা। এ যিকর উত্তম।

খ) হারাম এবং হালালের ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকর করা (অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে অন্যায় থেকে বিরত থাকা)। এ প্রকার যিকর অধিক উত্তম।

তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণের ভয়াবহতা

১২৮. জনৈক বিদ্বান কবি বলেন,

হে ভাই। প্রতারিত হোয়ো না। অচিরেই তুমি মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলেছ।

১৯বুখারি, আস-সহীহ। ২৫২৮, ৪৯৬৮ ও ৬৬৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ। ১২৭। ১০০]মূল হস্তলিখিত কপি থেকে নামটি মুছে গেছে। ১০১আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৫/২২৪, সহীহ।

তুমি তোমার ভুল থেকে তাওবা করে ফিরে এসো। আর তোমার পাপের সাজা কী লেখা হয়েছে, সে ভয়ে চোখের পানি ঝরাও। যে যুবক তাওবা ছাড়াই মারা গিয়েছে, তার অবস্থা কতই-না ভয়াবহ।

মৃত্যুর আগেই তাওবা করো

১২৯. জনৈক প্রাজ্ঞ কবি বলেন,

হে ভাই। তাওবা করো তুমি মৃত্যুর পূর্বেই কালের চক্রে নিজেকে নিরাপদ ভেবো না। তুমি আমার আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। অপরাধের ভয়াবহতায় তোমার প্রতি সহানুভূতিবশতই আমার এই আহ্বান। বিপদ-আপদ তোমায় সতর্ক করেছে,

তারা তোমায় ডেকে ডেকে তাদের আপতিত-হওয়ার-সময় সম্পর্কে বলেছে। তুমি তো বধির, তাই হয়তো শুনতে পাওনি। তোমার বন্ধুরা কেউ মারা গেলে তুমি বিলাপ করো; অথচ একই পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে কান্নাকাটি করো না।

পাপের কারণে ওয়াহান সৃষ্টি

১৩০. মারুফ ইবনু ওয়াসিল বলেন, আমি মুহারিব ইবনু দিসারকে বলতে শুনেছি, গুনাহ করার ফলে ব্যক্তির অন্তরে ওয়াহান (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা) সৃষ্টি হয়।

সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম

১৩১. খালিদ ইবনু লাজলাজ তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেছেন, আমরা কতিপয় যুবক বাজারে কাজ করছিলাম। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে 'রজম' তথা 'পাথর মেরে হত্যা' করার নির্দেশ দিলেন। তাকে রজম করা হলো। এরপর এক ব্যক্তি এসে আমাদের অনুরোধ করল- আমরা যেন তাকে ওই স্থানের সন্ধান দিই, যেখানে তাকে রজন করা হয়েছে।

আমরা তাকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আজ রজমকৃত ওই খবিস ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদেরকে

জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরাওকে খবিস বোলো না। আল্লাহর নিকট সে সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম, শ্রেষ্ঠতর।১০২

তাওবা মুমিনের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনে

১৩২. শাহর ইবনু হাওশাব বলেন, একদিন ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গী- সাথিদের (হাওয়ারিদের) নিয়ে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় একটি পাখি এল। পাখিটির পাখাদ্বয় ছিল মণিমুক্তা এবং ইয়াকুত-পাথর-দ্বারা-সুশোভিত। (দেখে মনে হচ্ছিল) যেন সকল পাখির মাঝে এটা সবচেয়ে সুন্দর পাখি। পাখিটি আস্তে আস্তে তাদের সামনে এগোতে থাকল। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা ওকে আতঙ্কিত কোরো না; এটা তোমাদের নিকট নিদর্শনস্বরূপ প্রেরিত হয়েছে। এরপর পাখিটি তার খোলস খুলে ফেলল। লাল টাকমাথা প্রকাশ পেল, ফলে তাকে পাখিদের মাঝে সবচেয়ে অসুন্দর লাগছিল। এরপর পাখিটি একটি কর্দমাক্ত পুকুরে সাঁতার কাটতে লাগল। অতঃপর তা কালো আকৃতিতে বেরিয়ে এল।

এরপর সে পানির প্রবাহে গোসল করে এসে খোলস পরিধান করল। এতে পুনরায় তার সৌন্দর্য ফিরে এল।

ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, এটি তোমাদের নিকটে মুমিন বান্দার উপমাস্বরূপ প্রেরিত হয়েছে। মুমিন যখন পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত হয়ে পড়ে, তখন তার রূপ সৌন্দর্য খুলে পড়ে যায়। এরপর যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তার সৌন্দর্য ফিরে আসে। ১০৩

নেককার হও

১৩৩. জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি-এর নিকট লোকজন আবেদন করে বলছিল, আপনি যদি কিছু বলতেন? তিনি উচ্চস্বরে সুন্দরভাবে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ। অতঃপর বললেন,

إن تكونوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

"যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল। "

অতঃপর তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন।

1০২আহনাদ, আল-মুসনাদ: ০৩/৪৭৯; আবু দাউদ, আস-সুনান: ৪৪৩৫। (১০৩] আবূ নুমাইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৬/৬০, সনদ সইফ।

১০৪সূরা বানী ইসরাঈল: ২৫।

তাওরাতে লিখিত ছিল

১৩৪. হুমাইদ আল আ'রাজ শামের জনৈক ফকীহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন তাওরাতে লিখিত ছিল-আদম-সন্তানের বিষয়টি কত আশ্চর্যজনক। সে গোনাহ করার পর আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। সে পুনরায় পাপ করে আমার নিকট ইসতিগফার করে। আমি আবারও তাকে ক্ষমা করে দিই। এরপরও সে একই অপরাধ করে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আমি এবারও তাকে ক্ষমা করে দিই।

আদম-সন্তানের বিষয়টি বড়োই আশ্চর্যজনক! সে পাপ কাজ পরিহার করতে চায় না আবার আমার রহমত থেকেও নিরাশ হতে চায় না। আমিও তাকে ক্ষমা করে দিই, আমি তাকে ক্ষমা করে দিই, আমি তাকে ক্ষমা করে দিই, আমি তাকে ক্ষমা করে দিই।

চল্লিশ বছর গুনাহ বর্জন

১৩৫. শামের ঘোড়সওয়ার জাররাহ ইবনু আবদিল্লাহ হাকামি বলেন, আমি (আল্লাহর) ভয় ও লজ্জাবশত টানা চল্লিশ বছর পাপ বর্জন করেছি। তারপর আল্লাহভীরুতা আমার কাছে ধরা দিয়েছে।

আল্লাহ শাস্তি প্রদানে ন্যায়পরায়ণ

১৩৬. আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ পাপ কাজ করার পর দুনিয়াতেই উক্ত পাপের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তা হলে (আখিরাতে) ওই বান্দাকে পুনরায় শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ। যদি কেউ দুনিয়াতে কোনো পাপ করে আর আল্লাহ তাআলা (ক্ষমা করে দিয়ে) তা গোপন রাখেন, তা হলে ক্ষমাকৃত পাপের বিচার পুনরাবৃত্তির বিষয়ে আল্লাহই তো সবচেয়ে বড়ো মহানুভব।১০৬

পাপীর উদাহরণ

১৩৭. উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মন্দ আমল পরিহার করে উত্তম আমল করে, তার উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে খুব আটসাট বর্ম পরার কারণে গলায় ফাঁসলেগে গিয়েছে। অতঃপর সে একটি সংআমল করল, ফলে তার গলা (একটু) বের হলো। এরপর সে আরেকটি সৎআমল করল, ফলে তার বর্ম আরেকটু ঢিলা হলো। একপর্যায়ে সে (গুনাহ মুক্ত হয়ে) পৃথিবীতে বেরিয়ে এল ১০৭

১০৫সনদ দইফ। [১০৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ: ১/৯৯; তিরমিযি, আস-সুনান। ২৬২৬।

সৎআমল এবং অসৎআমলের উদাহরণ

আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ঈসা আলাইহিস সালান একদল সাথি-সহ একটা প্রবহমান নদী ও একটা পচা লাশের মাঝামাঝি জায়গায় ছিলেন। এর কিছুটা দূরেই সোনালি রঙের সুন্দর একটি পাখি এসে বসল। পাখিটি তার পেখম খুলে ফেলল। পেখম খুলে ফেলার পর তাকে দেখতে টাকমাথা এবং অসুন্দর লাগল। পাখিটি আস্তে আস্তে সেই দুর্গন্ধযুক্ত লাশের নিকটে গেল। লাশের ওপর ওড়াওড়ি করল এবং দুর্গন্ধে নিজেকে মাখামাখি করে ফেলল। পাখিটির কুশ্রীভাব এবং দুর্গন্ধ আরও বৃদ্ধি পেল।

অতঃপর সে আস্তে আস্তে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পাশ দিয়ে বয়ে-চলা স্বচ্ছ অগভীর পানির নদীতে গোসল করল। এর ফলে সে পেখমহীন অবস্থাতেই শুভ্র রং ধারণ করল। এরপর খোলসের নিকট গিয়ে-আগে যেভাবে ছিল ওইভাবে-তা পরিধান করল।

গুনাহগার বান্দা এবং তাওবার উদাহরণও এমনই। বান্দা তাওবা করলে তার পাপরাশী দূর হয়ে যায় যেভাবে গোসল করার দ্বারা পাখির শরীরের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। অতঃপর বান্দা সেভাবে দ্বীনে ফিরে আসে, যেভাবে পাখিটি খোলস পরিধানের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ফিরে পায়।১০৮

বানী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির তাওবা

সাঈদ ইবনু সিনান হিমসি বলেন, আল্লাহ কোনো একজন নবির নিকট ওহি প্রেরণ করেছিলেন যে, 'শাস্তি তাদের পাকড়াও করবে।'

নবি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণনা করলেন। এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বের হয়ে তাওবা করার কথা বললেন। তারা বের হলেন। তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তিনজন ব্যক্তির একটি দলকে (তাওবা করার জন্য) আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনজন ব্যক্তি বের হয়ে এলেন।

১০৭আহমাদ, আল-মুসনাদ: ০৪/১৪৫; তাবারানি, আল-মুজামুল কাবীর: ১৭/২৮৪। ১০৮ সনদ গাইফ।

তিনজনের একজন বললেন, হে আল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবে তুমি আমাদের নির্দেশনা দিয়েছ যে, আমরা যেন আমাদের দরজায়-

আগত-ভিক্ষুককে ফেরত না দিই। হে আল্লাহ! আমরাও তো তোমার দরজার ভিক্ষুক। সুতরাং যে তোমার নিকট (মাগফিরাত) চাচ্ছে, তাকে ফেরত দিয়ো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহ! মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছ যে, আমরা যেন আমাদের ওপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দিই। আমাদের ওপর যারা জুলুম করেছে, আমরা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আর আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের (গোনাহ) ক্ষমা করে দাও।

তৃতীয় ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহ! তুমি মূসার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবে আমাদের নির্দেশ দিয়েছ, আমরা যেন আমাদের দাস-দাসী মুক্ত করি। আমরা তোমার দাস এবং দুর্বল। সুতরাং তুমি আমাদের (গোনাহ থেকে) মুক্ত করো।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাআলা নবির প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

গোপনে তাওবা

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ওই ব্যক্তি আল্লাহ-অভিমুখী, যে কিনা গোপনে পাপ করে এবং গোপনেই তাওবা করে।

অজ্ঞতাবশত পাপ

আল্লাহ তাআলার বাণী:

يعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب

"তারা অজ্ঞতাবশত পাপ কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পূর্বে সুস্থাবস্থায় তাওবা করে।

১০৯সনদ দইফ।

ইবনু আবীর তাবারি, আমিউল বায়ান। ২৭/১০৭, সনদ দইফ। ১১১সূরা নিসা: ১৭।

পাপের পরিণাম

আলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (আল্লাহর) অবাধ্য হওয়ার পরিণাম হলো- ইবাদাতে অমনোযোগিতা, জীবিকার সঙ্কীর্ণতা এবং (আমলের) স্বাদ বিনষ্ট হওয়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, স্বাদ বিনষ্ট হওয়া কী? তিনি বললেন, কোনো হালালের সাথে কষ্টকর কোনোকিছুর মিশ্রণ ব্যতীত (আমল করে) মজা পায় না।

আল্লাহ কারও ওপর সন্তুষ্ট হলে

খলিল ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আল্লাহ কারও ওপর সন্তুষ্ট হলে-হিসাবরক্ষক ফেরেশতাদের তার পাপসমূহ লেখা থেকে ভুলিয়ে রাখেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পৃথিবীকে তার পাপ ভুলে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমার এই বান্দার (পাপসমূহ) গোপন করো।

আমার নিকট আরও পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার উত্তম আমলকেই কবুল করেন। আর গুনাহের প্রতি যে-কোনো আসক্তিকেই, তিনি ক্ষমা করে দিতে চান।

কোমল হৃদয় যাদের

উমার রদিয়াল্লাহু বলেন, তোমরা অধিক তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো। কেননা তারা সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের মানুষ।শ

তারা তাওবা অন্বেষণ করেছিল

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুনাযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা শাম এবং হিজাযের একদল আলিমের কাছে সমবেত হলাম। অতঃপর আবদুল মালিক-এর সাথে কথা বললাম। আমরা তাকে বললাম, আমরা চাচ্ছি, আপনি উমার ইবনু আবদিল আযীযকে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমরা শ্রবণ করব-

ٍوأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد

"কিন্তু এতদূর থেকে তারা কীভাবে (ঈমানের) নাগাল পাবে?"] বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উমার ইবনু আবদিল আযীযকে জিজ্ঞাসা করলেন, উমার

১১২ কানযুল উম্মাল: ১০৪৫৪।

১১৩সনদ গইফ।

১১৪আহমাদ, কিতাবুয যুহদ: ১৪৯, সনদ মুনকাতি। [১১৫) সূয়া সাবা: ৫২।

ইবনু আবদিল আযীয বললেন, তুমি সংগ্র। সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? তা হলো তাওবা। যখন তারা আর তাওবা করতে সক্ষম নয় তখন তারা তাওবা অন্বেষণ করেছিল।

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

َوحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُون

"আর তাদের ও তাদের কামনা বাসনার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। "ম্য আসলাম ইবনু আবদুল মালিক বলেন, জনৈক বিদ্বান এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্তরায় হলো) তাওবা।

শয়তানের কামনা

জাফর ইবনু বুরকান বলেন, আমি জনৈক বসরাবাসীকে বললাম, আমরা রবের বরকত লাভের আশায় পাপ থেকে অনবরত ইস্তিগফার করতে পারি? কেউ পাপ থেকে

ইস্তিগফার করে পুনরায় পাপ করছে। আবার তাওবা করে আবারও পাপ করছে। এরপর কি সে আবারও ক্ষমাপ্রার্থনা করবে?

তিনি বলেন, হাসান রহিমাহুল্লাহ-কে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি প্রতুত্তরে বলেন, শয়তান এ ধরণের (হতাশামূলক) কথার মাধ্যমে তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে চায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনায় শিথিলতা কোরো না

উত্তম সাহায্য

ইবনু ফাইরুষ বর্ণনা করেন, আমি হাসান রহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, একব্যক্তি অনবরত আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে। আবার মুখ দিয়ে সর্বদা আল্লাহর যিকর জারি রাখে। (এই ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?)

১১৬ সনদ সইফ।

১১৭সুরা সাধ্য: ৫৪)

১১৮তাওবা এবং তাদের মাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। (অনুবাদক)

১১৯মুহূতি, আস-সুররুল মানসুর: ৫/২৪২। [১০] তিনি। বোঝাতে চাইলেন, বাববার পাপ করে শুধু তাওবা করলেই যণি। চাওয়া খুব। সহধ কাম। আসলে বারবার পাপ করে তাওবার কোনো রহিমাশ্বল্লাহ শুধরে দেন। (অনুবাদক) সনদ হাসান। মাফ হয়ে যায়, তা ধরণের সুল ফায়দা নেই- ধর হলে তো মাপ ধারণা হাসানহাসান রহিমাহুল্লাহ কিছু সময় নীরব থাকলেন। এরপর বললেন, নিশ্চয়ই এটা উত্তম সাহায্য।

ইসতিগফারহীন আমলনামা

সালিম আবু গিয়াস আতিকি বলেন, আমি বকর ইবনু আবদিল্লাহ মুযানিকে বলতে শুনেছি, বানী আদমের আমল যখন উঠানো হয় তখন যদি তার আমলের খাতায় ইসতিগফার থাকে, তা হলে তা উজ্জ্বলরূপে উত্থিত হয়। আর যদি তাতে ইসতিগফার না থাকে, তা হলে তা কুশ্রীরূপে উত্থিত হয়।

তাওবা কবুলের শেষ সময়

আবদুর রহমান ইবনু বাইলামানি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চারজন সাহাবি একত্র হলেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, বান্দার মৃত্যুর একদিন পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

দ্বিতীয় জন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে বলতে শুনেছি, বান্দার মৃত্যুর অর্ধদিবস পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন।

তৃতীয় জন বললেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, বান্দার মৃত্যুর একবেলা পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন। চতুর্থজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, বান্দার মৃত্যুর গড়গড়ধ্বনি শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন।

আল্লাহকে ভয় করুন

১৫১. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি গোপনে কোনো পাপ কাজ

১২২ইবনুল জাওযি, সনদ দুর্বল।

১২৩ আহমাদ, অরি, আম্মল হাওয়া। ১৭৪, সনদ কামনাউয যাওয়াইল: ১০/১৯৭/৩০০/০০

করে ফেলো, তা হলে গোপনেই একটি নেক আমল করে নাও। আর যদি প্রকাশ্যে কোনো পাপ কাজ করো, তা হলে প্রকাশ্যে একটি নেক আমল করে নাও। যাতে একটি আরেকটির বদলা হয়ে যায়।

এক শ বার তাওবা

১৫২. আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি প্রতিদিন এক শ বার তাওবা করি। ১২৪

জান্নাতের প্রশস্ততা লাভের উপায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুহুল কুদস (জিবরীল)-এর সূত্রে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দার সৎকর্ম এবং অসৎকর্মসমূহ উপস্থিত করা হবে। উভয়ের মধ্যে কাটাকাটি করার পর যদি ভালো আমল অবশিষ্ট থাকে, তা হলে সেই আমলটুকুর বিনিময়ে জান্নাতে তাকে প্রশস্ত স্থান প্রদান করা হবে। ১২৫

অপাত্রে আমল করা

বাসতাম ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেন, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি, হে আদম-সন্তান! ঘৃণিত কাজ করার কারণে তোমার সকল আমল যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি কি জানো?সম্প

পূর্ববর্তীদের অবস্থা ১২৬

১৫৫. আবু খলীফা বলেন, হাসান তার গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। এক রাত্রে আবূ খলীফা দেখলেন, হাসান ক্রন্দন করছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি আমার গুনাহের কথা স্মরণ করে কাঁদছি।

সর্বদা ক্রন্দনকারী

১৫৬. যুহাইর সালুলি বলেন, বিলআনিনের এক ব্যক্তি কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন! সর্বদা তাকে ক্রন্দনরত অবস্থাতেই দেখা যেত। একবার একজন বন্ধু তাতে কিশো

১২৪] মুসলিম, আস-সহীহ। : ২৭০২; আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/২১১, ২৬০। [

[১২৫] তাবারানি, আল-মু'আমুল কাবীর। ১২/১৮৫; হাকীম, আল-মুসনাদ ৪/২৮০।

১২৬ সনদ হাসান।

করল, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি কেন এত কান্নাকাটি করছ? তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, আমি আমার গুনাহের মন্দ পরিণতির কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করছি। প্রত্যেক নাফরমানেরই কাঁদার অধিকার রয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে যদি আমার উদবেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যেত, তবে তো অশ্রু সফলকাম হতো। এরপর সে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেল। ওই লোক তাকে রেখে চলে গেল।

বার্ধক্যের আগেই

ইউনুস ইবনু হালবাস বলেন, একদল তরুণ বিদ্বান একে অপরকে আহ্বান করে বললেন, আসুন, বার্ধক্য আসার আগেই আমরা আনন্দ-উল্লাস বর্জন করি। এতে প্রবৃত্তির-তাড়না-সৃষ্টিকারী শক্তিশালী গ্রন্থিসমূহ দুর্বল হয়ে যাবে। সম্প

মাগফিরাত নাযিলের সময়

আবু সাঈদ বলেন আমি হাসানকে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের বাড়ি- ঘরে, খাবারের দস্তরখানে, রাস্তায়, বাজারে, অনুষ্ঠানে যেখানেই থাকো না কেন, বেশি বেশি ইসতিগফার করো। কেননা তোমাদের জানা নেই, কখন মাগফিরাত নাযিল হয়।

দুআ কবুলের সময়

মু'তামির ইবনু সুলাইমান তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে বলেন, ছেলে আমার! তুমি (সর্বদা এ কথা) বলার অভ্যাস গড়ে তুলো 'হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করুন'। কেননা এমন কিছু সময় রয়েছে যে সময়ে আল্লাহ তাআলা কোনো আবেদনকারীর আবেদন ফিরিয়ে দেন না।

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর দুআ

মুআবিয়া আসসাকাফি বলেন, আমি বকর ইবনু আবদিল্লাহ মুযানিকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম গুনাহে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহগারদের বিরুদ্ধে বদদুআ করতেন। তিনি যখন গুনাহে আক্রান্ত হলেন, তারপর থেকে তিনি বলতেন, রব আমার! তুমি আমাকেও তাদের সাথে ক্ষমা করো।

[১২৭] সনদ দইফ

[১৮] সনদ বিশুদ্ধ।

মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা

১৬১. আবূ হাযিম বলেন, আমরা তাওবা করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করতে চাই না এবং মৃত্যু (সামনে) আসার পর তাওবা করতে চাই না। (বরং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করতে চাই)।

তোমার অবস্থান খুবই নগণ্য

আবূ হাযিম বলেন, জেনে রেখো, তোমার মৃত্যুর কারণে বাজারঘাট বন্ধ থাকবে না। (দুনিয়াতে) তোমার অবস্থান খুবই নগণ্য। সুতরাং নিজেকে চেনো। ১২৯

গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে

১৬৩. মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' বলেন, ক্রমাগত গুনাহ করতে থাকলে মানুষের অন্তর মরে যায়।

অন্তর মোহরবদ্ধ হওয়া

১৬৪. আ'মাশ বলেন, আমরা মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, 'অন্তর এই রকম।'-এ কথা বলে তিনি হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলেন।

'ব্যক্তি যখন পাপ কাজ করে, তখন অন্তর এই রকম হয়ে যায়।'-এ কথা বলে তিনি একটি আঙুল গুটিয়ে নিলেন।

'এরপর যখন পাপ করে, তখন এ রকম হয়ে যায়।'-এ কথা বলে তিনি দুইটি আঙুল গুটিয়ে নিলেন। এরপর তিনটি। এরপর চারটি। এর পর পঞ্চম গোনাহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলিকেও অন্যান্য আঙুলের সাথে মিলিয়ে নিলেন। আর বললেন, তার অন্তর

মোহরবন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের কেউ কি মনে করে, তার অন্তর মোহরবন্ধ হয়নি? ১৩০

গোপনেই তাওবা

১৬৫. শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেন, জনগণ দরজার নিকট সমবেত হলে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সামনে বের হতেন। (এরপর) তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, আমি তার প্রতি মনোনিবেশ করা পর্যন্ত সে যেন ওইখানেই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি বিতর্ক করতে এসেছে, সে বিতর্ক

[১২৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া। ৩/২৩২। [১৩০] সনদ সাইফ।

করুক। যে ব্যক্তি তার গোপন গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছে-সে যেন গোপনেই তাওবা করে নেয়, যেভাবে ওই পাপ গোপন রয়েছে।

বান্দার জিহ্বা বাদশাহর কলমের ন্যায়

আলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বান্দার জিহ্বা বাদশাহর কলমের ন্যায় এবং তার থুথু কলমের কালির ন্যায়।খি

হিসাবরক্ষক ফেরেশতা

আল্লাহর বাণী:

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।"

সুফইয়ান (এই আয়াত প্রসঙ্গে) বলেন, আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, তাঁরা দুজন তার দাঁতের নিকটে। (১)

ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা

আহনাফ ইবনু কায়স বলেন, আদম-সন্তানের সাথে-থাকা হিসাবরক্ষক ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, বান্দার রাগান্বিত অবস্থায় তোমরা কোনোকিছু লিখবে না।

যাদের ডর্ৎসনা করা যাবে না

ফুযাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনজন ব্যক্তিকে তাদের রাগের কারণে ভর্ৎসনা করা হবে না-রোজাদার, অসুস্থ এবং মুসাফির।**

সাওয়াব অনুপাতে পাপ বেশি হলে

হাকাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন বান্দার গুনাহ বৃদ্ধি পায় এবং এর বিপরীতে তা নিশ্চিহ্ন করার মতো নেক আমল না থাকে তখন আল্লাহ তাআলা বান্দারগুনাহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাকে পেরেশানিতে ফেলেন।

১৩১সনদ দইফ।

১৩২]সনদ দইফ।

১৩৩সূরা কাফ: ১৮।

১৩৪সনদ সহীহ।

১৩৫সনদ হাসান।

পাপীর প্রতি নদীর ধমকি

মালিক ইবনু দীনার রহিমাহুল্লাহ বলেন, অনেক আগে জনৈক যুবক গুনাহ করার পর গোসলের উদ্দেশ্যে নদীর ধারে যেতে লাগল। গুনাহের কথা স্মরণ করে পথিমধ্যে সে (থমকে) দাঁড়াল। এরপর লজ্জা পেয়ে ফিরে যেতে লাগল। তখন নদী তাকে ডেকে বলল, হে অবাধ্য বান্দা! যদি আমার নিকটবর্তী হতে, তা হলে আমি তোমাকে ডুবিয়ে দিতাম।স

প্রকৃত ইসতিগফারকারী

আবু নাসাইরাহ বলেন, আমি আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খাদেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আবু বকরের নিকট থেকে কোনোকিছু শ্রবণ করেছ?

সে বলল, জি। আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসতিগফারকারী পাপ কাজে অবিচল থাকে না। যদিও সে দিনে সত্তর বার পাপ করে আর সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ১৮]

ছোটো পাপ

. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছোটো পাপ বারবার করতে থাকলে, তা আর ছোটো থাকেনা। অপরদিকে বড়ো পাপ থেকে ইসতিগফার করলে, সেটাও বড়ো থাকে না।

ইসতিগফারের ফযিলত

১৭৪. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইসতিগফার করবে, আল্লাহ তাকে দুশ্চিন্তা

থেকে মুক্তি দেবেন, সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেবেন এবং এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।১৪০

১৩৬ সনদ দইফ।

১৩৭সনদ হাসান।

১৩৮আবু দাউদ: ১৫১৪; তিরমিতি: ৩৫৫৯। [১৩৯] আল-কুযাঈ, আশ-শিহাব: ৮৫৩।
[১৪০] সনদ দইফ।

প্রতিদিন ইসতিগফার

আগার মুযানি বলেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার অন্তরও আচ্ছাদিত হয়। আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন এক শ বার ক্ষমাপ্রার্থনা করি। (১

হুযায়ফা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আমরা ভাষাগত রূক্ষতার ব্যাপারে অনুযোগ করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করার সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন? আমি তো প্রত্যেক দিন এক শ বার ইসতিগফার করি।।

শয়তানকে কীভাবে ক্লান্ত করবেন

আলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফিতনাগ্রস্তদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি, যে অধিক পরিমাণে তাওবা করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সে যদি পুনরায় ওই পাপ করে? তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এবং তাওবা করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সে যদি আবারও একই পাপ করে? তিনি বললেন, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এবং তাওবা করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, কতদিন পর্যন্ত? তিনি বললেন, যতদিন শয়তান ক্লান্ত না হয়।

অত্যধিক ক্ষমাশীল

১৭৮. আওন উকায়লি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছিলাম, আদম-সন্তান অধিক ভুলকারী আর আমি অত্যধিক ক্ষমাশীল। আর ওই গুনাহগার উত্তম, যে ইস্তিগফার করে।

বান্দার আনন্দের কারণ

ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেন, বকর ইবনু আবদিল্লাহ মুযানিকে বলতে শুনেছি, তোমরা বেশি বেশি পাপ কাজ করে থাকো, তাই তোমাদের কর্তব্য হলো বেশি বেশি ইসতিগফার

করা। কারণ কিয়ামাতের দিন বান্দা যখন তার আমলনামার দুই লাইন পর পর ইসতিগফার দেখতে পাবে, সেটা তাকে অনেক আনন্দিত করবে। ১৯০

১৪১ দুসলিম, আস-সহীহ: ২৭০২।

১৪২ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ: ৯২৬।

১৪০আহমাদ, কিতাবুষ দুখন: ৩৮১; আবু নুআইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/২৩০, সনদ হাসান।

অধিক পরিমাণে ইসতিগফার

রিয়াহ কায়সি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার দ্বারা চল্লিশটিরও অধিক গুনাহ হয়েছে। আর আমি প্রত্যেকটি গুনাহের জন্য একশ বার কবে ইসতিগফার করেছি।(১

পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় আশআস রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহকে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

ْوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم

"আর (মুত্তাকিগণ তারা) যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। (সূরা আল ইমরান: ১৩৫)

ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাপের কাফফারা আদায় করার জন্য বানী ইসরাঈলদের যে-সকল উপায় দেওয়া ছিল, সেগুলোর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা আমাদের ইসতিগফার প্রদান করেছেন।

পাপের চিকিৎসা

১৮২. আওন ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, তোমরা তাওবার দ্বারা গুনাহের চিকিৎসা করো। তাওবার কারণেই অনেক ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছে যায়। তাওবাকারীর হৃদয় কাঁচের মতো। কাচের ওপর যত আঘাত লাগে, সবই প্রভাব সৃষ্টি করে। তাওবাকারীর অন্তরে উপদেশবাণী দ্রুত প্রবেশ করে। আর তারাই সবচেয়ে বেশি কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। তোমরা তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো। কেননা আল্লাহর রহমত অনুতপ্ত ব্যক্তিদের বেশি নিকটবর্তী (হয়ে থাকে)।

তাওবাকারী নিষ্পাপের ন্যায়

১৮৩. শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, গুনাহ থেকে তাওবাকারী নিষ্পাপের মতো। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন:
إن الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২২২)
[১৪৪] ইবনুল আওয়ি, সিফাতুস সফওয়াহ: ৩/৩৬৮। [১৪৫] সনদ দইফ।
তাওবাকারী যুবক
আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী যুবককে ভালোবাসেন। শ

তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য

আওন ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, তাওবাকারীদের অনুশোচনার মাত্রা অনুযায়ী গুনাহ তাদের চোখের সামনে (ভাসতে) থাকে। তাওবাকারী যখনই নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে, তখন তার চোখ আর পৃথিবীর কোনোকিছুর ওপর স্থির হয় না।

তিনি আরও বলতেন, তাওবাকারী খুব দ্রুতই চোখের পানি ঝরায় এবং তার অন্তর থাকে সবচেয়ে বেশি কোমল।
গুনাহ যখন উপকারী
আওন ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, গোনাহের চিন্তা, গুনাহ করার কুমন্ত্রণা দেয়। পক্ষান্তরে পাপের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া, তাওবার দরজা খোলে দেয়।

বান্দা একাগ্রতার সাথে নিজের পাপ সংশোধন করে নিতে থাকলে, পাপই সৎআমল থেকে বেশি উপকারী হয়ে যায়।[১০][১০০
আমল যেন বাতিল না হয়! ১৪৮
১৮৭. মুকাতিল রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হাসান নিম্নোক্ত আয়াতটির এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর অবাধ্যতার (দ্বারা) তোমরা আমল বিনাশ কোরো না।
ْوَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم
"তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট কোরো না।"]
(১৪৬) সুস্থতি, আদ-দুররুল মানসুর: ১/২৬১।

(১৯৭] কাশফুল গফা: ১/২৮৬।

[১৪৮] আবূ নুলাইন, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৪/২৫১, সনদ দইফ।

[১৪৯] কেননা আল্লাহ বাইয়াতুল আরকতাপূর্ণ তওবার উত্তম বিনিময় দান করেন এবং পাপগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। (অনুবাদক) [১৫০] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৪/২৫১, সনদ দইক।

নির্মাণকারী এবং ধ্বংসকারী

আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি তো নির্মাণ করছ এবং ধ্বংস করছ। তখন সেই ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। অচিরেই আমি নির্মাণ করব আর ধ্বংস করব না।

সুলাইমান বলেন, অর্থাৎ তিনি ভালো ও খারাপ উভয় প্রকার আমল করতেন। সিখ

১৮৯. ইয়াজিদ রকাশি বলেন, যে ব্যক্তি ওই-জাতীয় কোনো পাপ দ্বারা পরীক্ষিত হয়

১০-১০০]

ক্রন্দন করার ফযিলত

আতিয়্যাহ আওফি বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, যদি কেউ পাপের কারণে ক্রন্দন করে, তা হলে আল্লাহ সেই পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আতিয়্যাহ আরও বলেন, তার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।সি

মালিক ইবনু দীনার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ক্রন্দন পাপরাশিকে সেভাবে দূরে নিক্ষেপ করে-যেভাবে বাতাস শুকনো পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। সম্প

সালত ইবনু হাকীম বলেন, এক রাতে আমরা আমাদের এক বন্ধুর কাছে ছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আবূ আবদুর রহমান। কোনো এক বন্ধু বললেন, হায়! আমার কী হলো! আমি গুনাহের কারণে ক্রন্দন করছি না! আমি তো দেখছি, পাণ হলো পাঁজর এবং আত্মার ব্যাধি। আবদুর রহমান কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আবার বলো, 'আমি তো দেখছি, পাপ হলো পাঁজর এবং আত্মার ব্যাধি।' সেই লোকটি বারবার বলতে থাকে, 'আমি তো দেখছি, পাপ হলো পাঁজর এবং আত্মার ব্যাধি।' সালত ইবনু হাকীম আরও বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হচ্ছিল যে,

কাঁদতে) আবদুর রহমানের রূহ বের হয়ে যাবে।

[১৫১] সূয় মুহাম্মাদ। ৩৩)

[১৫২] মাওযু।

[১৫৩] সনদ দইফ।

[১৫৪] মূল হস্তলিখিত গ্রন্থে এর পরের শব্দধগুলো নেই। (অনুবাদক)

[১৫৫] মাতন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

[১৫৬] সনদ গইফ।

আনুগত্যের বরকত

১৯৩. হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, সৎকাজ হলো অন্তরের নূর এবং শরীরের শক্তি। অসৎকাজ হলো হৃদয়ের অন্ধকার এবং দেহের দুর্বলতা। ১৫৯

পাপের নিদর্শন প্রকাশ পায়

১৯৪. খিতাবুল আবীদ বলেন, বান্দা এমন নির্জনে পাপ কাজ সম্পাদন করে, যা আল্লাহ এবং সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না; অতঃপর তার ভাই এবং বন্ধুরা এসে তার চেহারায় পাপের নিদর্শন দেখতে পায়।

[১৫৭] সনদ সইফ।

মু'তামির ইবনু সুলাইমান তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, ব্যক্তি লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ-সম্পাদন করে, অথচ তার চেহারায় পাপের লাঞ্ছনা প্রকাশিত হয়।১০।

হৃদয়ে মরীচিকা

কুরআনে আছে:

كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"কখনও নয়! বরং তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে জং ধরেছে।"

আসিম বলেন, হাসান রহিমাহুল্লাহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তোমরা কি জানো, জং-ধরা কী? (তা হলো) গুনাহ করতে করতে অন্তর মরে যাওয়া।

পাপ কাজের কুপ্রভাব

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, সৎকাজ করলে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় এবং শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর অসৎকাজ করলে অন্তর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয় এবং
শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

[১০৮] সনদ গইফ।

[১৫৯] সনদ হাসান

। ১৬০) আবূ বুলাইন, তার লেখা 'হিলইয়াতুল আওদিয়া ওয়া আবাকাতুল আসফিয়া'-নামক গ্রন্থে নাসর বিন
(আলি-র সূত্রে উল্লেখ করেছেন।
(১৬১] সূরা মুতাফফিফীন: ১৪।
(১৬২] সুযুতি, আদ-দুররুল মানসুর: ৬/২২৬, সনদ সহীহ। [১৬৩] সহীহ।

১৯৮. আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাপ কাজ করলে বান্দার অন্তরে একটা দাগ পড়ে। এরপর সে তাওবা করলে অন্তর স্বচ্ছ বা দাগমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি সে আরও পাপ করতে থাকে তা হলে তার অন্তরে দাগ আরও বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে তার অন্তর কালো হয়ে যায়। এটা আল্লাহর বাণীর প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন:
َكلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
"কখনও নয়! বরং তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে জং ধরেছে।"।

কখনও পাপ উপকারের কারণ হয়

১৯৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার কৃত-পাপ দ্বারাও তাকে উপকৃত করেন।

২০০. সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনা বলেন, তাওবাহীন পাপ অশুভ পরিবর্তনকারী এবং খারাপ পরিণামের কারণ।

দুই ফেরেশতার প্রাত্যহিক করণীয়

২০১. ইবনু জুরাইজ বলেন, ডান দিকের ফেরেশতা সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। বাম দিকের ফেরেশতা মন্দকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। ডান দিকের ফেরেশতা অনুমতি এবং সাক্ষ্য ছাড়াই লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরের বাম দিকের ফেরেশতা অনুমতি ছাড়া লিখেন না। ব্যক্তি বসে থাকলে, একজন (ফেরেশতা) ডান দিকে থাকে অপরজন বাম দিকে। হাঁটার সময় একজন সামনে থাকে, অপরজন পেছনে। ঘুমানোর সময় একজন মাথার নিকটে এবং অপরজন পায়ের কাছে।

২০২. আল্লাহ বলেন:
َفَإِنَّهُ كَانَ للأوابين غَفُورا

১৬৪] তিরমিযি, আস-সুনান। ৩৩৩১, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান। ৪২৪৪, হাসান।
[১৬৫] সূরা মুতাফফিফীন। ১৪।
[১৬৬] উকায়লি, আদ-দুআফাহ আল-কাবীর: ৪/২৯৫, সনদ দইফ। [১৬৭) সনদ দইফ।

[১৬৮] সুযুতি, আদ-যুখরুল মানসুর: ৬/১০০, সনদ মুনকাতি।

"যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী তিনি তাদের ব্যাপারে অধিক ক্ষমাশীল। পক্ষা সাঈদ ইবনু জুবাইর এ আয়াতের আলোচনায় বলেন, তারা কল্যাণের পথে অধিক প্রত্যাবর্তনকারী

২০৩. আল্লাহর বাণী:

وقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا

"তারা তাদের চামড়াকে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? শ্য যায়দ ইবনু আসলাম রদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের লজ্জাস্থানকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?

নিরাশ হোয়ো না

২০৪. হাবিব আবূ মুহাম্মাদ বলেন, ফারাযদাক বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আমি শামে আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ফারাযদাক? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ফারাযদাক। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই তা হলে কবিতা রচনা করো?

আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যদি বেঁচে থাকো তা হলে একদল মানুষ দেখতে পাবে। তারা তোমাকে বলবে, আল্লাহ তোমাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবেন না। তুমি (তাদের মিথ্যা কথা শুনে) কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। ১৭৩

পাপরাশি উপস্থাপন করা হবে

উরওয়া ইবনু আমির বলেন, ব্যক্তির নিকট তার পাপরাশি উপস্থাপন করা হবে। সে বলবে, আমি তো আপনার ভয়ে ভীত ছিলাম। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(১৬৬] সূরা বানী ইসরাইল: ২৫।

(১৭০] সনদ সহীহ।

[১৭১] সূরা ফুসসিলাত: ২১।

[১৭২] সনদ অত্যন্ত দইফ।

[১৭৩] সনদ সইফ।

[১৭৪) সনদ দইফ।

তোমার অবস্থা কেমন হবে?

ইবরাহীম বলেন, ফুযাইল ইবনু ইয়াজ বলেন, যদি তুমি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজ করো আর আল্লাহ তোমার জন্যে ক্ষমার দরজা বন্ধ করে দেন, তা হলে তোমার অবস্থা কেমন হবে?

ছোটো পাপকে তুচ্ছ মনে না করা

কা'ব বলেন, বান্দা ছোটো ছোটো পাপ করে এবং সেগুলো তুচ্ছ বা হালকা মনে করে এর জন্য অনুতপ্ত হয় না এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে না। ফলে তা আল্লাহর নিকট মারাত্মক পাপ বলে বিবেচিত হয়। একপর্যায়ে তা পাহাড়সম হয়ে যায়। (অপরদিকে কোনো বান্দা) বড়ো গুনাহ সম্পাদনের পর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ফলে তা আল্লাহর নিকট ছোটো পাপ বলে বিবেচিত হয়। আর একপর্যায়ে তিনি তা ক্ষমা করে দেন।

আবূ ইমরান তুজাইবি বলেন, তিনি আবু আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, একব্যক্তি তার সৎআমলের ওপর ভরসা করে ছোটো ছোটো পাপ সম্পাদন করতে থাকে। এর ফলে সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার পাপরাশি তাকে বেষ্টন করে থাকবে। অপর ব্যক্তি বদ আমল করার পর (তাওবা করে) ওই কাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে, ফলে সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে নিরাপদে। ১৭৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ০৮/১০০০ [১৭৬] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ: ১৬৩, সনদ সহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে'।

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لآ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার

নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই’।

] . বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘ইস্তিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ-৪।

তওবা শুদ্ধ হবার শর্তাবলী : আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হ’লে তওবা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হ’ল তিনটি।

(১) ঐ পাপ থেকে বিরত থাকবে

(২) কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে

(৩) ঐ পাপ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। আর যদি পাপটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহ’লে তাকে ৪র্থ শর্ত হিসাবে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। কোন হক বা কিছু পাওনা থাকলে তাকে তা বুঝে দিতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না’।

তথ্য সূত্র:

১. দরজা এখনো খোলা

২. আমি তওবা করতে চাই, কিন্তু

৩ আল কাসার অন্যান্য WEBSITE থেকে নেওয়া